প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০,

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

এই নাটক দুটি ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। বর্তমান লেখন অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত।

বহু যত্ন নিয়ে বহুবার প্রুফ দেখা সত্ত্বেও বইটিতে একটি মুদ্রণবিভ্রাট ঘ'টে গেছে; সেটি নিচে উল্লিখিত হ'লো। পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন এই ভুল সংশোধন ক'রে নেন।

পৃষ্ঠা ৫৮, পঙক্তি ৭

অশুদ্ধ ঋষির কিছুটা ভক্ত হ'য়ে পড়েছিল — তা-ই কি

শুদ্ধ ঋষির কিছুটা ভক্ত হ'য়ে পড়েছিস — তা-ই কি

বু. ব.

অনাম্নী অঙ্গনা

চরিত্র

সত্যবতী : শান্তনুর বিধবা পত্নী, বিচিত্রবীর্যের মাতা
অম্বিকা : শান্তনুপুত্র বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নী
অঙ্গনা : এক তরুণী কুমারী, অম্বিকার ব্যক্তিগত পরিচারিকা
রাজপুরীর অন্য তিন দাসী : (অঙ্গনার সখীরা)

[দৃশ্য : হস্তিনাপুরে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরস্থিত অলিন্দ ও প্রাঙ্গণ। মঞ্চের অগ্রভাগে প্রাঙ্গণ, কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে অলিন্দ। অলিন্দের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি স্বর্ণখচিত তোরণাকৃতি দ্বার।

যবনিকা উঠতে দেখা গেলো সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে অঙ্গনা ব'সে আছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর গুঞ্জনস্বরে অঙ্গনার গান।

ফাল্গুনের এক অপরাহ্ণকাল।]

অঙ্গনা

(গান)

অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,
খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,
সামনে উঠোন, খিড়কিদোরে পুকুর,
তেঁতুলতলায় শিউরে ওঠে ছায়া :
—দূর, অনেক দূর।

[অঙ্গনায় তিন সখীর প্রবেশ। অঙ্গনা তাদের লক্ষ করলো না; তারা দূরে দাঁড়িয়ে গানের দ্বিতীয় স্তবক শুনতে-শুনতে সকৌতুকে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।]

অঙ্গনা

(গান)

অনেক দূরে সুঠাম এক যুবক
নিপুণ হাতে বোনে রঙিন সুতো,
দেখা হ'লে চক্ষে হাসে মধুর,
কোমল স্বরে দু-চার কথা বলে :
—দূর, অনেক দূর।

[অঙ্গনার গান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে সখীরা কলহাস্য ক'রে এগিয়ে এলো।]

প্রথম সখী

ধরা প'ড়ে গেলি! ধরা প'ড়ে গেলি!

দ্বিতীয় সখী

তার নাম কী, বল! কবে দেখা তোর সঙ্গে?
তোর আপন গাঁয়ের মানুষ?

তৃতীয় সখী

গিয়েছিলি রুগ্ন মায়ের সেবার জন্য,
নিয়ে এলি নিজের জন্য নতুন জীবন।

প্রথম সখী

কী রে? মুখে কথা নেই কেন?
লজ্জা?
তবে গান গেয়ে বাতাসের কানে আবার বল,
আমরা শুনি।

তৃতীয় সখী

সত্যি কি সম্বন্ধ স্থির—
যাকে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ?

দ্বিতীয় সখী

বল, অঙ্গনা।
আমরা তোর সখী, তুই সারাক্ষণের সঙ্গী আমাদের
যদিও হয়তো আর বেশিদিন থাকবি না।

প্রথম সখী

সেইজন্যেই
তোর কথা আমরা যেমন মন দিয়ে শুনবো,
এই রাজপুরীতে অন্য কেউ তা শুনবে না।
তোর বিয়ে হবে—ভাবতে আমাদের আনন্দ,
আমরা তোকে হারাবো—সেই দুঃখ :
দুই দিকের টানে আমরা দুলছি।

তৃতীয় সখী

কিন্তু দেখিস—
এই যৌবনকাল—ফাল্গুন মাস :

অনামী অঙ্গনা

পথ চলতে প্রণয়,
জল তুলতে প্রণয়,
পায়ে-পায়ে তাই বিপদ, তাই ভয়।
সহজে নামে স্বপ্ন — বড়ো সহজে,
বুকের মধ্যে কাঁপন — বড়ো সহজে,
ধরা দিতে চায় শরীর — বড়ো সহজে।
অঙ্গনা,
মনে রাখিস হলদে সুতোয় বাঁধতে হবে আগে,
তারপর — অন্য সব।

দ্বিতীয় সখী

অন্য সব।
শুধু রাত্রিবেলার জোয়ার নয় কিন্তু,
শুধু এক রাতের দীপান্বিতা নয়।
আছে দিন — ভারি, দীর্ঘ — কিছু কষ্ট, কিছু কাঁটা,
দিনের পর দিন —
সমস্ত জীবন!
অঙ্গনা, তুই কি জানিস তার অবস্থা কেমন?
তোকে সুখে রাখতে পারবে তো?

প্রথম সখী

থাক, থাক,
এ-সব কথা এখন কেন? দেখছিস না —
শুনতে-শুনতে ওর মুখ কেমন রাঙা হ'য়ে উঠছে
আর মাঝে-মাঝে পাঙাশ।

তৃতীয় সখী

আমি ভাই পোড়-খাওয়া মানুষ। অল্প বয়সে
আমিও চোখে চোখ মিলিয়েছিলাম — এক পড়োশীর সঙ্গে।
কিন্তু মা
পারলেন না চন্দ্রহার, বাজুবন্দ গড়াতে,
তাই শেষ পর্যন্ত হাতে হাত মিললো না।
আর অঙ্গনা আমাদের মধ্যে
বয়সে সবচেয়ে ছোটো — সুন্দরী।
তাই ভাবছিলাম : সেই তাঁতির ছেলে —
যে বোনে রঙিন সুতো, আর চক্ষে হাসে মধুর —
কিছু বিত্ত, কিছু সঞ্চয়, কিছু কাঞ্চন
তার আছে তো?
পারবে তো দিতে দাসী-পণ?

[অঙ্গনা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।]

ঐ তো! দীর্ঘশ্বাস কেন?
শোন, অঙ্গনা,
আমরা চাই তোর দুঃখেরও অংশ নিতে,
তোকে সুখের পথে এগিয়ে দিতে চাই।
সব কথা বল।

অঙ্গনা

(ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে)

সুমা, সুনন্দা, হিরণ্বতী,
স্নিগ্ধ তোমাদের বচন, যেন শ্রমের পরে দিঘির জলে স্নান।
কিন্তু আমি যদি সান্ত্বনা না পাই,

অপরাধ নিয়ো না। আমি জানি, তোমরা আমার বন্ধু,
আমার সব সুখদুঃখের সঙ্গিনী,
হস্তিনাপুরে তোমাদের চাইতে আপন কেউ নেই আমার।
আর এও জানি,
তোমাদের সঙ্গে একই দুর্ভাগ্যে আমি বন্দিনী,
যেমন আরো অনেক অবলা এই অন্তঃপুরে।
শোনো :
প্রথমে বলি আমার জন্য আশঙ্কা কোরো না,
আমাকে কোনো পুরুষ এখনো স্পর্শ করেনি।
আমি ভুলিনি, বিবাহ বিনা শৃঙ্গার সিদ্ধ নয়,
এ সিদ্ধ শুধু দেবতার পক্ষে, আর মুনিবংশে, রাজবংশে।
কিন্তু আমরা যারা ব্রহ্মার অধমাঙ্গ থেকে জন্মেছি —
আমাদের জন্য বিধিবিধান ভিন্ন। আর তাই আমার প্রণয়
এখনো শুধু ক্ষীণ এক তরু, যাতে সবেমাত্র একটি-দুটি কুঁড়ি
কাঁপছে আশায়, ভোরের বাতাসে, উদীয়মান দিনের দিকে তাকিয়ে।
অন্য এক কথা বলতে গিয়ে
আমি যেন আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলছি।
সে রেখেছে প্রস্তুত
শিলাভাণ্ডে মধু, রজতপেটিকায় স্বর্ণালংকার
আর নয়নহরণ সূক্ষ্ম চীনাংশুক,
রানীকে দাসী-পণ দেবার জন্য।
কিন্তু দেবী অম্বিকা
আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত নন —

(ব্যঙ্গ ও বেদনামিশ্রিত সুরে)

তিনি আমাকে স্নেহ করেন।

তৃতীয় সখী

(তীক্ষ্ম বিদ্রূপের স্বরে)

পক্ষিণীর প্রতি মাংসাশী যেমন স্নেহশীল!

দ্বিতীয় সখী

যেমন গাভীর প্রতি দুগ্ধজীবী ব্রাহ্মণ!

প্রথম সখী

যেমন মৃগের প্রতি মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয়!

তৃতীয় সখী

কী নিষ্ঠুর! কী হৃদয়হীন!
অঙ্গনা,
তুই তাঁকে বিয়ের কথা বলেছিলি?

অঙ্গনা

আমি তাঁকে চোখের জলে বলেছিলাম, বৃদ্মা।
কিন্তু তাঁর উত্তর ·
'আমি পণ চাই না, তুই পরিণীতা হ'য়ে ফিরে আয়,
তোর স্বামীকেও রাজপুরীতে ভৃত্য ক'রে নেবো।
তোর সেবায় আমি অভ্যস্ত, তোকে ছাড়া আমার চলবে না।'

প্রথম সখী

তুই কী বললি?

অঙ্গনা

কী আর বলবো।
সেই মানুষ, যে স্বাধীন কাজে সারাদিন কাটায়,
শান্ত মনে, দক্ষ আঙুলে,
আমার মন যাকে বরণ-মালায় সাজিয়ে নিয়েছে,
তারই গলায় দাসত্বের রজ্জু পরানো?
না — আমি তা পারি না — কিছুতেই না!
শুধু রাত্রিবেলায় সঙ্গলাভ — তাকেই কি বলে বিয়ে?
আমি চাই আমার আপন ঘর, আপন কাজ, আমার নিজের তেঁতুলতলার ছায়া।
— কিন্তু আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী।

দ্বিতীয় সখী

যাঁরা বলেন দাসত্বের মতো দুঃখ নেই, তাঁরা সত্যবাদী।

প্রথম সখী

আমি মাঝে-মাঝে ভাবি:
কোনো অরণ্যের নিভৃতে, পর্ণকুটিরে
কোনো শবরযুবকের সঙ্গে ভূমিশয্যায় শয়ন —
তাও ভালো
এই রমণীয় বসনভূষণের তুলনায় —
যা আমাদের দাসীত্বেরই চিহ্ন।

দ্বিতীয় সখী

মাঝে-মাঝে এই রাজপুরীর বাতাস
মনে হয় নিশ্বাস নেবার অযোগ্য।

তৃতীয় সখী

সত্যি তা-ই।
কুরুবংশের কলঙ্কের কথা জানিস তো।
ভরত—এই রাজত্বের যিনি স্থপতি,
তাঁর মাতামহী এক স্বৈরিণী!
ছি!

দ্বিতীয় সখী

শুধু কি তা-ই?
শান্তনু তাঁর দ্বিতীয় প্রিয়ার তুষ্টিসাধনের জন্য—
অর্থাৎ, নিজের লালসায় উন্মত্ত হ'য়ে
গ্রহণ করেছিলেন প্রথম পুত্রের অমানুষিক প্রতিজ্ঞা :
কখনো রাজ্য নেবেন না, আমরণ থাকবেন ব্রহ্মচারী!

প্রথম সখী

আর সেই চিরকুমার তাঁর ভ্রাতার জন্য হরণ করেছিলেন
স্বয়ংবর থেকে, তিন অনিচ্ছুক কন্যাকে—সবলে।
কাজটা ভালো করেননি।

তৃতীয় সখী

যথোপযুক্ত ফলও পেয়েছেন!
তিন কন্যার একজন এখন তপস্বিনী,
শোনা যায় ভীষ্মের প্রাণহানি তাঁর প্রতিজ্ঞা!
আর অন্য দু-জন—আমাদের কর্ত্রী—
এই সেদিনও যাঁরা বিচিত্রবীর্যের পত্নী ছিলেন,

এখন দীর্ঘশ্বাসে দিনযাপন তাঁদের ভাগ্য—
বৈধব্যে, ব্যর্থ যৌবনে।

দ্বিতীয় সখী

কুরুবংশের এও এক কীর্তি!
তরুণ রাজা বিচিত্রবীর্য
যেন অগ্রজের কৌমারব্রতের শোধ নেবার জন্য
ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই পত্নীর অঙ্গে
এমন উত্তালভাবে, যে ছিদ্রান্বেষী মৃত্যু
বাঁধলো তাঁকে যক্ষ্মার রজ্জুতে, যৌবনেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।
—এদিকে রানীরা রইলেন নিঃসন্তান।

প্রথম সখী

এত অধ্যবসায়—তবু অপুত্রক!
চাষির বৌ সাত ছেলের মা হ'য়ে যেতো।
বল তো,
রানী হ'য়ে কী লাভ, যদি স্বামী হন বন্ধ্য?

তৃতীয় সখী

আর ভর্তৃহীন হ'য়েও
পুত্রলাভেই বা কোন সুখ,
যদি এক শিশু হয় জন্মান্ধ,
আর অন্যজন রুগ্ন?

দ্বিতীয় সখী

অথচ শুনতে পাই তাদের জনক
এক ঋষিতুল্য পুরুষ!

তৃতীয় সখী

কে জানে কেমন সেই ঋষি, আর সেই রাজকন্যারাই বা কেমন,
যাঁদের সংযোগে একটি সুস্থ সন্তানও জন্ম নেয় না!
—সবই অনাচারের শাস্তি।

অঙ্গনা

নিষ্ফল—এ-সব কথা নিষ্ফল।
রাজমাতা সত্যবতী, তাঁর দুই পুত্রবধূ,
আর তাঁদের জ্ঞাতিবর্গ, হিতৈষীগণ—
তাঁরা দুঃখী হ'লে আমরা কি সান্ত্বনা পাবো?
বোন, মেনে নিতে হবে।
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ—তাঁরা দেবতার প্রিয়।
ভূমি নয়, বিত্ত নয়, বেদমন্ত্র নয়—
তাঁদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ—স্বাধীনতা।
বেশ্যারমণ, পরদারগমন, পরপুরুষের সংস্রব,
বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান—
সব শ্লাঘ্য তাঁদের পক্ষে। কেননা তাঁরা
তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন বসুন্ধরা ও বৈকুণ্ঠ,
হরিৎ ও নীলবর্ণ দুই কামধেনুর মতো।
কেননা তাঁরা প্রবল।
আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,
আমরা শুধু দেখে যাবো—মেনে নেবো—কথা বলবো না।

প্রথম সখী

তোর বিষাদ
ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মনে,

অনামী অঙ্গনা

যেমন বৈশাখের মেঘ
প্রথমে আমার হাতের মতো ছোটো, তারপর আকাশ-জোড়া।

দ্বিতীয় সখী

কিন্তু মন-পবন উতল হ'লেও
কাজ থেকে নিষ্কৃতি নেই আমাদের।

তৃতীয় সখী

আমি বলি, সেটুকুই আমাদের ভাগ্য।
কাজ — বাধ্যতা —
বিষাদের অমন চিকিৎসক আর কে?

প্রথম সখী

মনে প'ড়ে গেলো
শুকনো কাপড় ঘরে তোলা হয়নি —
সূর্য অপরাহ্ণে নামলেন।

দ্বিতীয় সখী

আমি যাই।
শুক-সারীকে পদ্মের ডাঁটা খাওয়াতে হবে।

তৃতীয় সখী

তোর বুঝি কোনো কাজ নেই, অঙ্গনা?
অম্বিকা দেবীর কেশচর্যার সময় হয়নি?

অম্বালী অম্বমা

(অম্বনার কাঁধে হাত রেখে)

তবে আয় আমার সঙ্গে,
ইচ্ছে হয় কিছু বলিস, ইচ্ছে না হয় বলিস না।
আমরা দু-জনে মিলে ফুল তুলবো, মালা গাঁথবো,
জড়িয়ে দেবো পরস্পরের খোঁপায় —
যেহেতু অন্য কেউ নেই।

[একদিক দিয়ে অম্বলা-সহ তৃতীয় সখীর, আর-এক দিক দিয়ে অন্য দু-জনের প্রস্থান।

ক্ষণকাল পরে অন্তঃপুরের দ্বার খুলে গেলো। অলিন্দে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো অম্বিকা। তার পিছনে সত্যবতী।]

অম্বিকা

(প্রবেশ করতে-করতে, দ্রুত স্বরে)

মাতা সত্যবতী, আমাকে ক্ষমা করুন —
আমি পারবো না।

সত্যবতী

ভেবো না আমি ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক,
কিন্তু এ-মুহূর্তে আমি অক্ষম।
কেননা তোমার প্রতি আমার এই আজ্ঞা —
জেনো, শুধু আমার নয় — সব পূর্বপুরুষের, ভাবীকালের, স্বয়ং বিধাতার।
আমি সেই বিশ্ববিধানে বাধ্য, তুমিও তা-ই।

অম্বিকা,
তুমি তো শাস্ত্র জানো, রাজধর্ম জানো।
যে-কোনো পুত্রে পিণ্ডদান করলে
পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, উদ্ধার পান প্রেতলোক থেকে।
কিন্তু প্রজাপালন এমনই গুরুভার কর্ম
যে তার জন্য—শুধু বল নয়, বুদ্ধি নয়, সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা চাই।
তাই
রাজপুত্র ঈষৎ ক্ষুণ্ণকায় হ'লেও রাজত্বে তার অধিকার থাকে না।
আর, আয়ুষ্মতী, তোমার পুত্র,
আমরা বহু আশা ক'রে যার নাম রেখেছিলাম ধৃতরাষ্ট্র,
তার চক্ষুগোলক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আশাহীনভাবে।
আর অন্যজন—অম্বালিকার পুত্র—
রুগ্ন সে, এমন পাণ্ডুবর্ণ
যে দৈবজ্ঞ বলেছেন পুত্রের জনক হ'তে সে কখনো পারবে না।
মিথ্যে নয় যে তোমাদেরই দোষে
এই দুর্ভাগ্যে প্রহত আজ কুরুকুল,
যেহেতু তুমি রুদ্ধ রেখেছিলে চোখ, অম্বালিকা পাংশু হ'য়ে গিয়েছিলেন—
তবু—ন্যায্য হ'লেও—আমি তোমাদের গঞ্জনা দিতে চাই না।
আমি মানি, ব্যাসদেব যতই না বেদবেত্তা হোন,
তাঁর মূর্তি নয় রতির উদ্দীপক, চক্ষুপ্রীতিরও অনুকূল নয়—
তোমাদের মতো সুকুমারী ললনার পক্ষে
হয়তো বা ঈষৎ—ভীতিকর।

[অম্বিকা একটা অধৈর্যের ভঙ্গি করলো; সত্যবতীর কণ্ঠস্বর দৃপ্ত হ'লো।]

কিন্তু তাই ব'লে

অনাম্নী অঙ্গনা

ভরতবংশে আর কি রাজার জন্ম হবে না?
ভীষ্ম কি চিরকাল রাজপ্রতিভূ হ'য়ে থাকবেন?
আর তারপর যদি কুরুজাঙ্গলের পতিহীনা রাজলক্ষ্মীকে
হরণ ক'রে নেয় কোনো লুব্ধ প্রতিবেশী, কোনো দস্যুদল?
অম্বিকা, আমার সুলক্ষণা দুঃখিনী পুত্রবধূ—
তোমার কাঙ্ক্ষণীয় কি তা-ই?

অম্বিকা

সেই ভীষণমূর্তি বৃদ্ধ—আবার!

সত্যবতী

(ঈষৎ হেসে)

তাঁর দেহে অশোভন হ'তো যৌবনশ্রী,
তাঁর চিত্তে বার্ধক্য অসম্ভব।

অম্বিকা

সেই রুক্ষ জটাজূট—দুর্গন্ধ—রক্তিম, ঘূর্ণিত লোচন,
দগ্ধ কাষ্ঠের মতো গাত্রবর্ণ, যাতে রাত্রির স্বাভাবিক অন্ধকার
হ'য়ে ওঠে অভেদ্য, যেন রুদ্ধ ক'রে দেয় নিশ্বাস—
আবার সেই!
মাতা, আমাকে দয়া করুন, আমি পারবো না।

সত্যবতী

(চাটুবাক্যের সুরে)

দয়া তোমার প্রার্থনীয় নয়, দাতব্য।
আমি—তোমার প্রণম্যা, তোমার রক্ষয়িত্রী—

আমি আজ তোমার শরণার্থিনী।
অজাত বীরবৃন্দ তোমার শরণার্থী আজ।
ভামিনী, প্রসন্ন হও।

অম্বিকা

(ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে)

কিন্তু—কোনো বিকল্প কি হ'তে পারে না?
কোনো তরুণ, সুদর্শন ব্রাহ্মণের নিয়োগ কি সম্ভব নয়?
শাস্ত্রে এর সম্মতি আছে, শুনেছি।

সত্যবতী

কোনো শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের
এই কর্মে প্রবৃত্তি নেই। উন্মুখ শুধু তাঁরাই,
যাঁরা নামত ব্রাহ্মণ হ'লেও
অর্থলোভে বৈশ্যেরও অধম।
তাঁরা চান হাতে-হাতে স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু কল্যাণী, তুমিই বলো,
দুষ্মন্ত থেকে শান্তনু পর্যন্ত নমস্যেরা
কি স্বর্গ থেকে ধিক্কার দেবেন না আমাদের—
যদি পণ্যবীজে তাঁদের রাজবংশ কলুষিত করি?

[অম্বিকা নতমুখে নীরব।]

শোনো :
ধরাধামে দু-জন মাত্র আছেন
এই মহৎ, এই পবিত্র কর্মের উপযুক্ত।
প্রথমে ভীষ্ম—কিন্তু তাঁর ব্রহ্মচর্যের পণ অটল।
অতএব, যিনি একমাত্র বরণীয়,
তিনি কৃষ্ণবর্ণ ব্যাসদেব।

অম্বিকা

(তীব্র ভঙ্গিতে মুখ তুলে)

মাতা, আপনাকে বলা বাহুল্য,
আমি রাজকন্যা, রাজবধূ — বিদগ্ধা!
রুচিরহিত গাভীর মতো
যে-কোনো বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না।

সত্যবতী

(ঈষৎ ভর্ৎসনায় সুরে)

কাশীকন্যা — কুরুবধূ — বিদগ্ধা —
এই বাক্য তোমার মুখে অশোভন, এই তুলনা কর্কশ।
তোমার তুলনার যিনি লক্ষ্য
তিনি কে, তা যদি জানতে —

(হঠাৎ থেমে, সস্নেহ সুরে)

রাজকন্যা, রাজবধূ,
এখনো তুমি রাজমাতা হ'তে পারোনি।
সেই গৌরবের জন্য, গুণবতী, এবার প্রস্তুত হও।

অম্বিকা

(চতুরভাবে)

হয়তো আপনার উদ্দেশ্য আরো সফল হবে,
আমার ভগ্নী অম্বালিকাকে যদি আদেশ দেন।
আমি প্রায় প্রৌঢ়া — সে পূর্ণ যুবতী।

সত্যবতী

তুমি জ্যেষ্ঠা, তাই অগ্রগণ্যা।
আর বিচিত্রবীর্য — আমি জানি —
দুই ভার্যায় আসক্ত হ'য়েও
মনে-মনে অধিক প্রণয় তোমাকেই করতেন।
তোমার গর্ভে যুবরাজ জন্মালে তাঁর আত্মা প্রীত হবে

অম্বিকা

হা অদৃষ্ট!
কোথায় আমার কন্দর্পকান্তি স্বামী,
আর কোথায় এই চক্ষুপীড়ক কর্কশগাত্র তপস্বী!
দেবী সত্যবতী,
আপনার আদেশ আমি অকুণ্ঠে মেনে নেবো —
শুধু যদি হন অন্য কেউ, কোনো পরিশীলিত পুরুষ!

সত্যবতী

যে-কোনো অজাতশ্মশ্রু কিশোর
হ'তে পারে প্রৌঢ়া যুবতীর মনোরঞ্জক।
কিন্তু কেউ নেই ব্যাসের মতো যোগ্য।

অম্বিকা

জানি না আপনি কাকে যোগ্যতা বলেন,
আমি জানি রতিকলায় তিনি যোগ্য নন।

সত্যবতী

ব্যাস তোমাকে জেনেছেন, কিন্তু তাঁর বিষয়ে তুমি রইলে অজ্ঞান—
শুধু আনীতা, সমর্পিতা নয়; তাই তোমার পুত্রের অন্ধতা।
কিন্তু এবারে গর্ব ত্যাগ করো, কাশীকন্যা; বুঝে নাও
এই আয়োজন নয় তোমার সুখের জন্য,
ব্যাসের কোনো সার্থকতারও এটি উপায় নয়।
এর লক্ষ্য ইতিহাস, উত্তরকাল, কুরুবংশের প্রতিশ্রুত কীর্তি,
যার কাহিনী মুগ্ধ করবে জগৎবাসীকে, যুগের পর যুগান্তর
পেরিয়ে।
আর তার জন্য
তুমি যেমন রাজসিক পাত্র, তেমনি চাই উত্তম ঔরস।

অম্বিকা

আপনার চোখে আমরা দুই ভগ্নী অপরাধিনী,
যেহেতু আমাদের পুত্রেরা বিকলাঙ্গ।
কিন্তু সেজন্য ব্যাসের কোনো দায়িত্ব নেই, কে বলতে পারে?
তিনি উত্তম, তার প্রমাণ কী?

সত্যবতী

(ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে)

প্রমাণ? তুমি প্রমাণ চাও?

(ক্ষণকাল নীরবতার পরে, স্মিত হাস্যে)

ঋষিতুল্য পুরুষ তিনি—স্বাধ্যায়বান, মন্তা,
বিদ্বান, মেধাবী, কবি।

অনাম্নী অঙ্গনা

বিশ্বের জ্ঞান তাঁর নখদর্পণে,
তাঁর চিন্তার বীজ বিশ্বজীবনে পরিকীর্ণ।
পুত্রী, তুমি জেনো,
এক সহস্র রূপবান বিচিত্রবীর্য
একজনমাত্র ব্যাসের তুলনায়
ঠিক তেমনি — যেমন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ।

অম্বিকা

আপনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছেন, মাতা —
বিচিত্রবীর্য আপনারই গর্ভজাত!

সত্যবতী

সেইজন্যই
এই উক্তি আমার মুখে প্রামাণিক।
আমার গর্ভের ব্যবহার আমাকেই বিস্মিত করেছিলো —
এবং আশাহত —
যখন সে উৎপন্ন করেছিলো বিচিত্রবীর্যকে,
প্রথমে ব্যাসদেবকে মর্ত্যধামে নিঃসৃত ক'রে।

অম্বিকা

(চকিত স্বরে)

ব্যাসদেবকে! রাজ্ঞী, আপনি বলছেন কী!

সত্যবতী

এতদিন যা জানতে না, তোমাকে তা বলার সময় হ'লো।
আমি যা প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম এতদিন, তোমারই কাছে তা প্রকাশ্য।

এসো প্রাঙ্গণে, অন্য ভ্রাতির বাইরে।

[দু-জনে প্রাঙ্গণে নেমে এলো।]

অম্বিকা, আমার বন্ধুরগাত্রী সান্ত্বনারূপিণী পুত্রবধূ,
ব্যাস তোমার দেবর, যেমন ভীষ্ম।
আর তাই
যদি বা ব্যাসের তুল্য জ্ঞানী কেউ থাকেন,
তবু এই নিয়োগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি।
শাস্ত্রে তা-ই বলে।

অম্বিকা

আমার বিস্মিত মনে প্রশ্ন জাগছে, মাতা :
কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো
এই শান্তনুপুত্র এতদিন অজ্ঞাত ছিলেন আমাদের?

সত্যবতী

যেমন ভীষ্মের নাড়ি আমার সঙ্গে যুক্ত ছিলো না কখনো,
তেমনি ব্যাসের ধমনী শান্তনুর সম্পর্করহিত।
আমার পুত্র ব্যাসদেব।
আমি তাঁকে জন্ম দিয়েছিলাম যমুনার দ্বীপে
আমি যখন ধীবরকন্যা — অনূঢ়া।

অম্বিকা

ধীবরকন্যা! সত্যবতী — শান্তনুপ্রিয়া — কুরুকুলের তারিণী —
আপনি ধীবরকন্যা!

সত্যবতী

(ঈষৎ হাস্যসহযোগে)

দেবতা যাকে দয়া করেন, অম্বিকা,
সে হীন জন্মেও ধন্য হ'তে পারে।
ধর্মচারিণী, চঞ্চল হোয়ো না, শেষ পর্যন্ত শোনো।
আমি নৌকো বাইতাম যমুনায়—
শ্রমজীবিনী তরুণী, শ্রমজনিত প্রফুল্লতা সর্বাঙ্গে,
আর মনে যেন আনন্দ ধরে না—
বাতাস যেহেতু স্নিগ্ধ, আর সূর্যালোক উজ্জ্বল।
সেদিন ছিলো আজকের মতোই ফাল্গুন মাস—
কিন্তু সেই ফাল্গুনের তুলনা হয় না।
যে-কোনো দিনের মতোই একটি দিন হয়তো—
কিন্তু—যদিও দীর্ঘকাল ধ'রে বেঁচে আছি—
আমাকে দেখা দেয়নি অন্য কোনো দিন, সেই দিনের মতো।
আমার নৌকোয় উঠলেন মুনি পরাশর,
আমি দাঁড় টানছি, তিনি মুখোমুখি ব'সে আছেন,
নৌকো দুলছে, জলে কাঁপছে সূর্যকিরণ,
কলস্বরে নদী ব'য়ে যায়।
আমি অনুভব করছি তাঁর দৃষ্টি আমার অনাবৃত বাহুতে—
দাঁড়ের ছন্দে আন্দোলিত আমার বাহুতে—কটিতটে—
তালে-তালে বিস্ফারিত ও সংকুচিত স্তনমণ্ডলে।
নৌকো যখন মধ্যনদীতে
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
'শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। আমাকে বিমুখ কোরো না
আমি তাকিয়ে দেখলাম, নদীর দুই তীরে মুনিরা
দাঁড়িয়ে আছেন সার বেঁধে,

পার হবার অপেক্ষায়, না আমাকে প্রণোদিত করার জন্য—
জানি না।
কেন আমার চক্ষু বুজে এলো,
সুখে না আশঙ্কায়—তাও জানি না।
আমার লজ্জা, আমার ভীরুতার উপর
মুনি নামিয়ে আনলেন গাঢ় যবনিকা,
কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দিলেন দিগন্ত—
নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত—একটি তরণী শুধু ভাসমান।
এমনি ক'রে মুনির সঙ্গে ধীবরকন্যার মিলন হ'লো।

অম্বিকা

সুন্দর এই কাহিনী, মাতা, যেন গুণীকণ্ঠে ধ্রুবপদ। কিন্তু পরে
কোনো অপবাদ কি নিক্ষিপ্ত হয়নি?
কেউ কলঙ্কিনী বলেনি আপনাকে?

সত্যবতী

(স্মিত হাস্যে)

চন্দনের পঙ্ক যেমন নির্মল
তেমনি ঋষির স্পর্শ কলঙ্কহীন, পবিত্র।
প্রার্থী যখন পুণ্যাত্মা, কে প্রত্যাখ্যান করবে?

অম্বিকা

আর তারপর—বিদায়?

সত্যবতী

অপেক্ষার সময় তাঁর ছিলো না। বিদায়কালে বললেন,
'শুভদাত্রী, তোমার পুত্র হবে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, যেমন পর্বতের মধ্যে হিমালয়।'
আরো একটি বর দিলেন আমাকে :
আমার গাত্রে ছিলো জীবিককালব্ধ মৎস্যের ঘ্রাণ,
রৌদ্রপায়ী ত্বক ছিলো কালো।
কিন্তু সেইদিন থেকে
মৎস্যগন্ধা হ'লো পদ্মগন্ধা, কৃষ্ণাঙ্গী হ'লো কনকবর্ণী—
যদিও সেই কান্তি এখন মলিন
বার্ধক্যে, আর কুরুবংশের জন্য দুশ্চিন্তায়।

অম্বিকা

তবু
আপনি যেন শুক্লা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না
ব্যাসদেবের অমাবস্যার তুলনায়।

সত্যবতী

ঐটুকু তাঁর মাতার উত্তরাধিকার :
তাঁর কৃষ্ণতা, আর মর্ত্যলোকের সেই প্রাকৃত গন্ধ,
যাতে বিলাসিনী রাজকন্যারা বিতৃষ্ণ। তাঁর মনস্বিতা পৈতৃক। তাই
যেমন পরাশর তাঁর যাত্রাপথে এগিয়ে গিয়েছিলেন
ক্ষণপ্রিয়াকে আর লক্ষ না-ক'রে,

তেমনি দ্বৈপায়ন ব্যাস
কৈশোরে পদার্পণমাত্র বেরিয়ে পড়লেন
বৃহৎ জগতে—জ্ঞানের সন্ধানে।

অম্বিকা

আশ্চর্য!
তাঁরাই পূজ্য হন জগতে
যাঁরা দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর।
যাঁদের পক্ষে নারী
শুধু এক রন্ধ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে
ধমনীর আগুন তাঁরা নিবিয়ে দেন—প্রয়োজনমতো,
অথবা নিষ্ক্রান্ত হন ভূপৃষ্ঠে।
কেমন স্বচ্ছন্দে চ'লে যান তাঁরা
আপন মনে, আপন পথে, একবার পিছন ফিরে না-তাকিয়ে,
হোন তিনি কৌমার্যহারক, বা গর্ভজাত সন্তান।

সত্যবতী

মানিনী, তাঁরা ভোক্তা নন, দাতা—তাই তাঁদের জীবনও
অসামান্য।
ব্যাস আমার পুত্র—এ শুধু মুখের কথা। সত্য এই:
তিনি আমার নন, অন্য কারো নন—তিনি বিশ্বের, তিনি
চিরকালের।
তিমিঙ্গিল যেমন সরোবরে আশ্রয় নিতে পারে না,
তেমনি তাঁদের পক্ষে অসম্ভব
স্নেহের শাসন, পারিবারিক বন্ধন, গার্হস্থ্য।
কিন্তু তবু

মাতার আহ্বানে বধির থাকেননি দ্বৈপায়ন,
আজ এসেছেন আবার
কুরুবংশের অনুকম্পায়ী হ'য়ে — যদিও তিনি কুরুবংশের
কেউ নন।
বাস্তুহীন, ভ্রাম্যমাণ, সর্বদা নিজের মধ্যে আবৃত,
আমাদের প্রতি সদয়, কিন্তু বিদায় নেবেন প্রত্যূষেই,
আমরা তাঁকে ধ'রে রাখতে পারবো না।
শুধু এক রাত্রি সময় আমাদের — আজ রাত্রি।
সুন্দরী, যৌবনবতী, আমার শুদ্ধশীলা প্রিয়কারিণী পুত্রবধূ,
রাত্রির দ্বিতীয় যামে তুমি অপেক্ষা কোরো তাঁর জন্য —
ক্ষৌম বসনে নিস্বনিত, রত্নে কনকে নিক্বণময়,
পুষ্পমাল্যে মনোবাঞ্ছায় সুগন্ধি।
সর্বোপরি স্মর্তব্য : নিঃশঙ্ক হ'তে হবে।
চক্ষু যেন উন্মীল থাকে, মুখশ্রী উজ্জ্বল,
ওষ্ঠে হাসি, সরল সম্মতি সর্বাঙ্গে।
শেষ কথা বলি :
বংশের চেয়ে ব্যক্তি বড়ো নয়, অভিরুচির অনেক ঊর্ধ্বে কর্তব্য,
চেষ্টায় পরাভূত হয় দুর্বলতা।
ভগবতী, দেবগণের নির্দেশ শোনো,
শোনো অনন্তকালের প্রার্থনা।
আনো ভরতবংশে একটি পুত্র —
নিষ্কল, নিষ্কলঙ্ক, অনবদ্য, সর্বাঙ্গশোভন।

অম্বিকা

(কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে)

মাতা, আমি যথাসাধ্য যত্নবতী হবো।

অনাম্নী অঙ্গনা

সত্যবতী

ঋদ্ধিমতী হও! হও যশস্বিনী জননী।

[সত্যবতীর অন্তঃপুরে প্রস্থান। অম্বিকা চিন্তাকুলভাবে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।]

অম্বিকা

(আপন মনে)

চন্দনের পঙ্ক যেমন নির্মল . . . কিন্তু তার গায়ে দুর্গন্ধ।
প্রার্থী যখন পুণ্যাত্মা . . . কিন্তু আত্মা নয় দ্রষ্টব্য বা স্পর্শনীয়।
হয়তো পরাশর কান্তিমান ছিলেন। অন্তত
ধীবরকন্যার চোখে মনোমুগ্ধকর। অন্তত
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—শূদ্রাণীর পক্ষে স্বর্গতুল্য।
কিন্তু সত্যবতীর প্রথম পুত্রকে
ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বলা যায় না . . . বর্ণসংকর।
বিচিত্রবীর্য—তিনিও তা-ই? কিন্তু তিনি ছিলেন রাজা—
মহীপাল—নন কোনো গ্রামগোত্রহীন ভ্রাম্যমাণ,
যাঁর মূর্তি দেখলে
রাজকন্যাদের হৃৎকম্প জাগে—পুলকে নয়।
. . . না, আমি পারবো না। . . . পারবো না!
আমাকে খুঁজতে হবে অন্য কোনো উপায়,
যে-কোনো, যে-কোনো পথে নিষ্কৃতি।

[ফুলের সাজি হাতে অঙ্গনার প্রবেশ।]

অঙ্গনা

দেবী, প্রণাম। যদি অনুমতি করেন,
এই ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করি আপনাকে।

[অম্বিকা উন্মন ও নিরুত্তর।]

আমি কি স্বর্ণকলসে জল নিয়ে আসবো
আপনার বৈকালিক স্নানের জন্য?

[অম্বিকা নিরুত্তর।]

আপনার কেশচর্যার আয়োজন করবো কি?

অম্বিকা

স্নান — কেশচর্যা — প্রসাধন —
এ থেকে আমাকে একদিনও কি মুক্তি দিতে পারিস না?

অঙ্গনা

আমি প্রভাতে একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম,
যা আপনার মনঃপূত হয়নি।
সেজন্য এখনো আপনি রুষ্ট?
না কি না-জেনে অন্য কোনো অপরাধ করেছি?

অম্বিকা

তোর বিনয়বচনের অন্তরালে
আমি শুনতে পাচ্ছি অভিযোগ — মনোকষ্ট।

কিন্তু কে না জানে
আমাদের ইচ্ছায় অধীন নয় জীবন।

অঙ্গনা

অন্তত দাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই।

অম্বিকা

(তিক্ত স্বরে)

দাসী ব'লে দুঃখিত তুই, অঙ্গনা?
জানিস না,
আরো কত কঠিন শৃঙ্খলে
আমি, রানী, বন্দিনী।

অঙ্গনা

আপনি আমাকে পরিহাসের যোগ্য ভাবেন—
আমি সম্মানিত।

অম্বিকা

(অঙ্গনার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে—হঠাৎ)

আমি পারি
তোকে মহত্তর সম্মান দিতে—অচিন্ত্য, অতুলনীয়—
যদি নেবার মতো সাহস থাকে তোর।

অঙ্গনা

(ব্যথিত স্বরে)

দেবী, আপনার বিশ্রম্ভালাপের উপযুক্ত সঙ্গিনী—
আমি নই—আপনার চারুভাষিণী সখীরা।

অম্বিকা

(আর-একবার অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ ক'রে)

অঙ্গনা, তুই সুশ্রী।

অঙ্গনা

(বুঝতে না-পেরে)

দেবী?

অম্বিকা

তুই সুশ্রী, অঙ্গনা। রাজপুরীতে অন্য কোনো দাসী নেই
তোর মতো প্রিয়দর্শিনী।
বিধাতা তোকে দীনের বৃত্তি দিয়েছেন, কিন্তু তোর মতো
  সংহতযৌবনা
আমার কোনো সখীও নয়।

অঙ্গনা

আপনি কর্ত্রী, যা বলবেন তা-ই আমার মান্য।
কিন্তু উত্তর দেবার অধিকার যদি থাকতো
তবে বলতাম, আপনার চিত্ত আজ কোনো কারণে বিভ্রান্ত।

অম্বিকা

আমি অনুমতি দিচ্ছি। তোর চিন্তার সঙ্গে বাক্যের ব্যবধান
ঘুচিয়ে দে,
মিলিয়ে দে উক্তি আর আকাঙ্ক্ষা।

অঙ্গনা

আমার আকাঙ্ক্ষা — আপনি জানেন না?

অম্বিকা

এক তন্তুবায়পুত্র — এক ঘনিষ্ঠ কুটির :
এ-ই তোর স্বপ্ন? এটুকুমাত্র?

অঙ্গনা

আপনার পক্ষে এটুকুমাত্র, আর আমার যা উচ্চাশার চরম,
আমাকে তা ধীরে-ধীরে ভুলতে হবে এবার,
যেহেতু আমি দাসী, আপনার আজ্ঞাপালনে বাধ্য।

অম্বিকা

ভুলতে হবে না, অঙ্গনা,
যদি সম্পূর্ণভাবে বাধ্য হ'তে পারিস।

অঙ্গনা

আপনার কূটোক্তি আমার বোধগম্য হ'লো না।

অম্বিকা

(কিছুকাল নীরবতার পরে)

সরল আমার প্রস্তাব।
আমি দেবো তোকে মুক্তি, বিনা পণে, কাল প্রত্যূষে,
তোর বিবাহে যৌতুক দেবো
শুল্করহিত উর্বর ভূমি, দুগ্ধবতী গাভী,
যা যজ্ঞের পরে প্রাপ্য হয় ব্রাহ্মণের।
অবিশ্বাসী দৃষ্টিপাত করিস না—
আমি সত্য বলছি।
শুধু
তোর মুক্তির বিনিময়ে
আমাকেও এক সংকট থেকে তোকে মুক্তি দিতে হবে।

অপলা

(বিহ্বল চোখে তাকিয়ে)

দেবী, এমন কোন সংকট সম্ভব
যা থেকে মুক্তি দিতে পারি—আমি—আপনাকে!

অম্বিকা

যদি কেউ পারে, তুই পারবি।
তোকে আমার বিকল্প হ'তে হবে
আমার কক্ষে—শয্যায়—আজ রাত্রির জন্য।
তারপর প্রত্যূষে তুই মুক্ত।

অনন্যা অঙ্গনা

অঙ্গনা

আপনার কক্ষে? শয্যায়?
আপনার সংকল্প আরো অবোধ্য হ'য়ে উঠলো।

অম্বিকা

সংক্ষেপে বলি।
তুই জানিস আমাদের সাম্প্রতিক মর্মবেদনা।
আমি, আমার ভগ্নী অম্বালিকা—দু-জনেই বিকল পুত্রের
জন্ম দিয়েছি
এক নিয়োগপ্রাপ্ত পুরুষের ঔরসে।
কিন্তু পূর্ণস্বাস্থ্যবান পুত্র না-হ'লে সিংহাসন শূন্য থাকে।
তাই আবার আহূত হয়েছেন ব্যাসদেব,
আবার আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন সত্যবতী।
আমি চাই
আজ রাত্রির দ্বিতীয় যামে, অন্ধকারে
তুই থাকবি আমার শয্যায়—আমারই বসনে ভূষণে বাসরযোগ্যা,
আমারই মাল্যচন্দনে সুঘ্রাণ,
সেই তীব্র পুরুষের অভ্যর্থনার জন্য।
—তুই সম্মত?

অঙ্গনা

দেবী, আপনার কথা শুনে কম্পিত আমার গাত্র,
আর মনের মধ্যে অনেক তর্ক
বেরিয়ে আসার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামশীল।

অন্নদা অজ্ঞানা

আমাকে তৃষ্ণার্ত দেখে,
করুণাময়ী, আপনি পূর্ণ জলপাত্র এগিয়ে দিলেন,
কিন্তু সে-জল — লবণাক্ত।

অম্বিকা

তুই কি নিজের সঙ্গে তর্ক ক'রে ক্লান্ত হ'তে চাস,
না কি চাস মুক্তি, তোর আকাঙ্ক্ষিত নিজস্ব জীবন?

অঙ্গনা

আমি চিরকাল জেনেছি
সেই বিবাহ কলঙ্কিত, বধূ যেখানে পূর্বব্যবহৃতা।
আর আমার কাম্য
দাসীত্ব থেকে মুক্তি, আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন।
আমি চাই আমার স্বামীকে আমার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিতে,
ভাগ্যে যদি স্বামীলাভ ঘটে কখনো।
ক্ষাত্রধর্ম ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র — এই নিয়মের বশবর্তী।

অম্বিকা

কোনো ঋষি যাকে স্পর্শ করেন, অঙ্গনা,
সেই নারী থাকে নির্দোষ, নির্মল, কলঙ্করহিত,
হোক কুমারী, সধবা, বা ভর্তৃহীনা।
সেই সংযোগ
জলচিহ্নের মতো বিলীন হ'য়ে যায় মুহূর্তে।

অনাম্নী অঙ্গনা

সেই নারী ফিরে পায় তার পূর্বাবস্থা
যেমন সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ'য়ে যায় রৌদ্রে।
আর ব্যাসদেব ঋষিতুল্য পুরুষ।
হয়তো তাঁর প্রসাদে
তুই হ'য়ে উঠবি আরো সুন্দরী, মনোহারিণী,
স্বামীর আদরিণী থাকবি চিরকাল।

(ক্ষণকাল পরে)

এমন দৃষ্টান্ত নেই তা নয়।

অঙ্গনা

ঋষিরা শার্দুলের মতো চক্ষুষ্মান, শুনেছি,
তাঁদের দৃষ্টি অন্ধকারেও সচ্ছল।
আপনি লোকমান্যা, দুঃসাহস আপনার অধিকারভুক্ত,
তবু কি একবার চিন্তা ক'রে দেখবেন না,
কুরুবংশের কি মঙ্গল হবে, দেবী,
এই প্রতারণা বুঝতে পেরে মুনি যদি ক্রুদ্ধ হন?

অম্বিকা

প্রতারণা?
তাঁর কাছে সব নারী সমান,
হোক অম্বিকা, অম্বালিকা, বা অঙ্গনা!
তিনি আস্বাদনে বিমুখ, শুধু কর্তব্যপরায়ণ,
নারীর মুখ তাঁর দ্রষ্টব্য নয়, শুধু দেহ এক সুরঙ্গ,
যার অন্ধকার তিনি পেরিয়ে যান মুহূর্তে।

আর অমন অনাসক্ত ব'লেই তিনি অর্চনীয়।
অঙ্গনা, নিশ্চিত জানিস,
তাঁর স্পর্শে তোর পুণ্য হবে, পরজন্মে অপ্সরা হ'য়ে বিহার করবি।

অঙ্গনা

দেবী, আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—
এই কর্ম এতই যদি শ্লাঘনীয়,
আপনি কেন বিমুখ?

অম্বিকা

এই প্রশ্ন দাসীর মুখে অসংগত হ'লেও
আমি উত্তর দেবো; যেহেতু আমার দুর্ভাগ্য
আজ আমাকেই তোর প্রার্থিনী ক'রে তুলেছে।
তবে শোন।
আমি—কাশীকন্যা—কুরুপত্নী—
আমার পক্ষে সহনীয় শুধু তা-ই, যা শ্লথ, স্নিগ্ধ, সুকুমার।
আর এই মাননীয় মহাত্মা
যেন শিলাখণ্ডের মতো কঠিন—গম্ভীর—নিষ্কম্প্র,
বিরাট কোনো শিলাখণ্ড—কালো—
যার মধ্য থেকে পার্বত্য নির্ঝরিণী
নিঃসৃত হয় খরস্রোতে—অকস্মাৎ।
আমি মেনে নিয়েছিলাম একবার—কেননা বংশধর প্রয়োজন।
কিন্তু সফল হ'লো না চেষ্টা—পুত্র জন্মান্ধ।
তাই দ্বিতীয়বার আমি পরাঙ্মুখ। যদি আমাকে দুর্বল বলতে
চাস, বল।

অনাম্নী অঙ্গনা

আমি মানছি কোনো-কোনো প্রসঙ্গে
বৈদগ্ধ্য আমার কাম্য, নির্বিকার মহত্ত্ব নয়।
কিন্তু তুই শূদ্রাণী, রূক্ষ শ্রমে অভ্যস্ত,
রানী যাতে ক্লিষ্ট, তোর পক্ষে তা মনোজ্ঞ হ'তে পারে—
এবং পুণ্যার্জনের আশাতীত উপায়।

অঙ্গনা

(ঈষৎ তীব্র স্বরে)

আমার বিষয়ে আপনার উচ্চ ধারণায় আমি কৃতার্থ!

অম্বিকা

(শান্ত, ঈষৎ বিষন্ন স্বরে)

কোনো নিন্দার অর্থে কথাটা আমি বলিনি;
বরং আমি নিজেই লজ্জিত
আমার ভীরুতা আমার ধর্মাচরণের অন্তরায় হচ্ছে ব'লে।
আর হয়তো এই ধারণাও ভুল
যে শূদ্রজন্ম অধম। মহৎ কর্মে পাত্রভেদ নেই,
যে-কোনো ইন্ধনে অগ্নিশিখা সমান উজ্জ্বল।
জানিস,
মাঝে-মাঝে আমার এমন কথাও মনে হয়
যে রাজরক্তেই কোথাও আছে কোনো রহস্যময় দোষ,
কোনো ম্লানতা—কোনো বিলাসপুষ্ট ব্যাধি,
নয়তো রাজারা এত নিঃসন্তান হন কেন, কেন বিচিত্রবীর্যের
মৃত্যু হ'লো অকালে?

তাই দেবগণ ও দেবতুল্যেরা
বেছে নেন মাঝে-মাঝে কোনো মৃন্ময় পাত্র, কোনো
শ্রমজীবিনী শূদ্রাণী
তাঁদের তীব্র ক্ষণিক নিষ্কলুষ চরিতার্থতার জন্য।

অঙ্গনা

অন্তত একবার হীন জন্মের স্তুতি শুনলাম—
তাও ক্ষত্রিয়াণী রাজেন্দ্রাণীর মুখে!

অম্বিকা

দেবতা যাকে দয়া করেন, অঙ্গনা,
সে হীন জন্মেও ধন্য হ'তে পারে।
শোন :
এক আশ্চর্য কাহিনী তোকে বলি—

(ক্ষণকাল নীরবতার পরে)

কুরুবংশের এক গুপ্ত কথা।
শুধু তোরই জন্য—অন্য কেউ যেন জানতে না পারে কখনো।
মাতা সত্যবতীও জন্মসূত্রে শূদ্রাণী।

অঙ্গনা

(শিহরিত হ'য়ে, অস্ফুট স্বরে)

রাজমাতা—শূদ্রাণী!

অম্বিকা

ধীবরকন্যা — তোরই মতো নবযৌবনা, কুমারী —
খেয়া পারাপার করেন যমুনায়।
একদিন তাঁর নৌকোয় উঠলেন মুনি পরাশর।
নৌকো চলছে, জলে তরঙ্গ,
তম্বীর দেহ শ্রমের ছন্দে দুলছে,
কপোলে স্বেদ, বাহু নদীজলকণায় সিক্ত।
মুনি দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর আদেশে ছড়িয়ে পড়লো কুজ্ঝটিকা
আকাশ থেকে দিগন্তে, নদী থেকে অন্তরিক্ষ পর্যন্ত।
রইলো ভেসে
শুধু একটি নৌকো, একটি নারী, একটি পুরুষ।
তারপর যমুনার দ্বীপে
যথাকালে এক কানীন পুত্রের জন্ম দিলেন
যিনি এখন ক্ষত্রিয়াণীদের প্রণম্যা — তিনি।

অঙ্গনা

দেবী, আপনি আমার শ্রবণকে এত দূরে টেনে নিয়ে গেলেন,
আমার ক্লান্ত মন সঙ্গী হ'তে পারছে না।

অম্বিকা

আরো শোন।
সত্যবতী ছিলেন মৎস্যগন্ধা, মুনির বরে পদ্মগন্ধা হলেন,
তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ হ'লো কনকবর্ণ সেদিন থেকে।
আর পরে
রাজা শান্তনুর সঙ্গে ধীবরতনয়ার পরিণয় —
তাও হয়তো মুনিচর্যার পুণ্যফল।

অনাম্নী অঙ্গনা

অসম্ভব নয়,
আজ রাত্রিশেষে তুইও কোনো দুর্লভ বর লাভ করবি,
কেননা দানশীল পিতার পুত্র কৃপণ হন না,
আর আমার শয্যায় আজ অন্ধকারে যিনি আসবেন,
সেই ব্যাসদেবকেই
নারীগর্ভে সঞ্চার করেছিলেন পরাশর, মধ্য-যমুনায়, নৌকোতে।

অঙ্গনা

আমার বিস্ময়বোধ অবসন্ন হয়ে পড়ছে, আমার বুদ্ধি বিস্রস্ত।
ব্যাসদেব — পরাশরপুত্র? সত্যবতী তাঁর মাতা?

অম্বিকা

বিচিত্রবীর্যের মাতৃক ভ্রাতা, সত্যবতীর দ্বৈপায়ন সন্তান।
পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, তেমনি তিনি জ্ঞানীবংশে শ্রেষ্ঠ।
কত বড়ো গৌরব তোর, ভেবে দ্যাখ!

[অঙ্গনা নতমুখে নীরব।]

নীরব কেন, অঙ্গনা? তুই এখনো দ্বিধান্বিত?

[অঙ্গনা নীরব।]

কোনো চিন্তা নেই তোর।
তুই যদি তোর মায়ের কাছে ফিরে, তারপর স্বামীর ঘরে,
কাল থেকে শুধু ধর্মের অধীন, অন্য কারো নয়।
আর সেই ধর্মেরই নির্দেশ :
তোর পুত্র জন্মালে তোর ভর্তাই তার পিতা হবেন,
গাঙ্গেয় ভীষ্মের মাতা যেমন সত্যবতী।

এও জানিস
তোরই জন্য তোর স্বামীর ভাগ্য উপচে পড়বে,
যেহেতু তুই দেবভুক্তা হয়েছিলি।
— এখনো মুখে কথা নেই?

অঙ্গনা

(মুখ তুলে, ধীর স্বরে)

আমি খুঁজে পাচ্ছি না
এমন-কোনো কথা, আমার চিন্তার পক্ষে যা উপযোগী,
এমন-কোনো চিন্তা, আমার মন যেখানে স্থির হ'তে পারে,
এমন-কোনো সংকেত, যা নিশ্চিতির অগ্রদূত।
আমি যেন
আপনার কণ্ঠের অন্তরালে শুনতে পাচ্ছি
অন্য এক স্বর — ক্ষীণ — মৃদু — দূরাগত
কিন্তু সেই ভাষা আমি বুঝি না।

অম্বিকা

(সোৎসাহে)

দেবতার নির্দেশ, অঙ্গনা! তোর সৌভাগ্যের আহ্বান!

অঙ্গনা

(যেন অম্বিকার কথা শুনতে না-পেয়ে)

যেন কানে-কানে ব'লে যাচ্ছে আমাকে —
শুধু এক রাত্রি নয় — আমার সমস্ত জীবন এতে জড়িত।

অম্বিকা

(সোৎসাহে)

এর অর্থ :
তোর সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
যে-বাঞ্ছা এখনো তোর অজ্ঞাত—তাও।

অঙ্গনা

(যেন অম্বিকার কথা শুনতে না-পেয়ে)

আমার জীবন
যা এতদিন আমারই সীমায় বন্ধ ছিলো,
মৃৎপাত্রের মধ্যে যেমন তণ্ডুল,
এখন তা আমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে চাইছে,
রন্ধনকালীন অন্নকে ছেড়ে বাষ্প যেমন ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

অম্বিকা

(সোৎসাহে)

এর অর্থ :
তোর সুখ—শান্তি—সার্থকতা আসন্ন।

অঙ্গনা

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি
এক যবনিকার সামনে—যার অন্য দিকে বিস্তীর্ণ এক নাটক
রচিত হচ্ছে ধীরে-ধীরে, অগোচরে।

আম্বিকা

(সন্তর্পণে অঙ্গনার সান্নিধ্য থেকে স'রে এসে)

ও দুলছে অজানার আকর্ষণে—
আমার চেষ্টা তাহ'লে নিষ্ফল হয়নি!

[আম্বিকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো, অঙ্গনা একইভাবে স্থির।]

আম্বিকা

(অলিন্দ থেকে অঙ্গনার দিকে তাকিয়ে)

ওর মন উন্মুখ হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি,
তবু আমি সতর্ক থাকবো
যাতে শেষ মুহূর্তে ভীরুতা ওকে ভ্রষ্ট ক'রে না দেয়।
সন্ধ্যা হ'লে আমি নিজের হাতে ওকে সাজাবো
সূক্ষ্ম বসনে, রত্নমণিতে, পুষ্পমাল্যে।
আজ রাত্রির মতো দাসী হবে রানী, রানী হবে পরিচারিকা।

[আম্বিকার অন্তঃপুরে প্রস্থান। সিঁড়ির শেষ ধাপে উপবিষ্ট হ'লো অঙ্গনা।]

আম্বিকা

(গুঞ্জনস্বরে গান)

কেন বধূবেশ, কেন চন্দনমাল্য,
দাসীর অঙ্গে রাজ্ঞীর আভরণ,
গভীর নিশার গহ্বরে অবশেষে
যদি হ'তে হয় জন্তু।

রাজ্ঞী, দাসীর বিভেদ সেখানে লুপ্ত,
শুধু আছে দেহ, শোণিতের উষ্ণতা;
চরাচরহীন তরণী বা শয্যায়
এক মুহূর্তে আত্মবিসর্জন।

কে আসে কঠিন, আঁধার আগন্তুক?
এক মুহূর্ত — না কি তা-ই চিরকাল?
না কি সেই হত জন্তুই নবজন্মে
হবে বিশুদ্ধ নারী?

[গান শেষ ক'রে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অঙ্গনা, ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। তার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যাস্তের আভার মতো মিলিয়ে গেলো মঞ্চের আলো। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার; তারপর ধীরে-ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, কোমল রৌদ্রে আবার দেখা গেলো অঙ্গনাকে, সিঁড়ির শেষ ধাপে মূর্তির মতো উপবিষ্ট।

অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলো অম্বিকা। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অঙ্গনার কাছে দাঁড়ালো, অঙ্গনা লক্ষ করলো না।]

অম্বিকা

অঙ্গনা! অঙ্গনা!

[অঙ্গনা চোখ তুলে তাকালো, কিছু বললো না।]

তোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখছি। আর তাই আমার অনুমান
আমার সংকল্প সার্থক হয়েছে। তোর প্রাপ্য আমার সাধুবাদ।
কিন্তু — যদিও এই মুহূর্ত থেকে তুই মুক্ত,
তবু কোনো রাজপত্নীকে সামনে দেখলে,

অন্য যে-কোনো প্রজার মতোই
তোর কর্তব্য উঠে দাঁড়ানো, অভিবাদন।

অঙ্গনা

(উঠে দাঁড়িয়ে, প্রণামের ভঙ্গিসহকারে)

আমার অনবধান মার্জনা করুন, দেবী।
আমি যেন এখনো পারছি না
জেগে উঠতে — দিনের আলোয় নিজের কাছে ফিরে আসতে।

অম্বিকা

(বাঁকা হেসে)

আমি তাহ'লে ভুল বলিনি!
রানী যাতে ক্লিষ্ট, দাসীর পক্ষে তা-ই মনোরম।

অঙ্গনা

মনোরম? না, দেবী, মনোরম নয়।
ঝঞ্ঝাহত ক্ষীণাঙ্গ তরুর মতো
এখনো আমি কাঁপছি।

অম্বিকা

(সমবেদনার সুরে)

তুই ভয় পেয়েছিলি?

অঙ্গনা

ভয় নয়, অন্য এক অনুভূতি।
বিশাল — কালো — প্রগাঢ় এক সত্তা,
এত বড়ো — পালঙ্ক ছাপিয়ে উপচে পড়ে,
কক্ষ ছাড়িয়ে দূরে চ'লে যায়,
বিস্তীর্ণ রাত্রির মধ্যেও ধরানো যায় না।
কোনো পুরুষ, না কি শুধু ব্যাপ্তি — কে জানে।

অম্বিকা

তোর চক্ষু কি রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো? মুখ পাংশু?

অঙ্গনা

আমার স্মরণ যেন বিপর্যস্ত। বলতে পারবো না
কখন জেগে ছিলাম, কখন স্বপ্নে, কখন তন্দ্রায়।
অন্ধকারে
একবার তাঁর দৃষ্টি আমাকে বিঁধলো — ভীষণ, উজ্জ্বল
অগ্নিকুণ্ডের মতো চক্ষু। একবার তাঁর বাহু
অশ্বত্থের জটের মতো লম্বিত হ'লো আমার দিকে।
একবার তিনি অরণ্যের মতো
আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লেন। নীড়ের মধ্যে পাখির মতো
আমার মুখ —
হারিয়ে গেলো তাঁর শ্মশ্রুদামের তৃণে দূর্বায় পল্লবে।
আর আমার দেহ
যেন আমার সঙ্গে বিবাদ ভুলে হ'য়ে উঠলো মধুর।

অম্বিকা

(বাঁকা হেসে)

মধুর? এখানেই তোর গোত্রপরিচয়। ঐশ্বর্যে যাদের জন্ম,
তারা ঐশ্বর্যে সুখী হ'তে ভুলে যায়। কিন্তু তুই, অঙ্গনা,
জীবনে এই প্রথম তুই রানীর বেশ ধারণ করেছিলি,
আর সেই প্রসাধনের সম্মোহন—
তোর নিজ অঙ্গের সুবাস, তোর রত্নমণির সংলাপ—
মনে হয় তোকে ভুলিয়ে রেখেছিলো
এমনকি ঋষিগাত্রের উৎকট দুর্গন্ধ!

অঙ্গনা

দেবী, তাঁর গন্ধে আমি বিবশ হয়েছিলাম—
এক মিশ্রিত গন্ধ—
যেন তৃণময় প্রান্তর থেকে উত্থিত,
মুঞ্জা, ঈষিকা, বন্য পশুর, অরণ্যের,
কোনো দূর সমুদ্রের লবণাক্ত গন্ধ যেন,
সেই মাটির ঘ্রাণ, যা এইমাত্র হলকর্ষণে দীর্ণ হ'লো।
যত ফুল ছিলো আমার মালায়,
যত চন্দন আননে ও বক্ষে,
সেই বিশাল গন্ধে ডুবে গেলো সব—নদীর জলে লোষ্ট্রের মতো।
আর সব অলংকার
নিক্কণ ভুলে, আমাকে না-ব'লে, আমারই অঙ্গ থেকে স্খলিত হ'লে
গাছের গা থেকে শুকনো ডালপালার মতো—অজান্তে।
আর, যমন তীরে এসে যাত্রী
নৌকো ছেড়ে চ'লে যায় দূরে, তেমনি আমার দেহ

বেশবাস থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রইলো প'ড়ে
যেন তারার আলোয় পরিত্যক্ত এক স্রোতস্বিনী,
যার উপর দিয়ে, সেতুর মতো, আনত হলেন সেই তিমিরবর্ণ পুরুষ।

অম্বিকা

তোর ভাষা আজ উক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে,
যেন কোনো কল্পনায় তুই আবিষ্ট।
ঋষির কিছুটা ভক্ত হ'য়ে পড়েছিল -- তা-ই কি?

(বাঁকা হেসে)

আমার তাতে কিছু এসে যায় না অবশ্য,
কিন্তু তোর ভবিষ্যতের নির্ভর
এখনো সেই তন্তুবায়পুত্র — মনে রাখিস —
বা তারই মতো অন্য কোনো যুবক।
স্বপ্নেও ভাবিস না, ব্যাসদেবকে তুই আবার কখনো দেখবি।

অঙ্গনা

একবার দেখবো, তাও কখনো স্বপ্নে ভাবিনি,
যা দেখেছি তাও হয়তো স্বপ্ন।

অম্বিকা

কিংবা তোর বক্তব্য যদি এই হয়
যে তোর প্রতি তাঁর প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিলো,
সেটা স্পষ্টত ভুল। তিনি তোকে অম্বিকা ব'লেই জেনেছিলেন।
শুধু দেহে তুই ছিলি সেখানে, তাঁর কল্পনায় ছিলো অম্বিকা।
আর কোনো-কোনো অবস্থায়
দেহের সঙ্গে দেহের প্রভেদ নগণ্য।

অনাম্নী অঙ্গনা

(কৌতূহল-মেশানো ঈর্ষার সুরে)

তিনি কোনো সম্বোধন করেছিলেন তোকে? কোনো সম্ভাষণ?

অঙ্গনা

আমি জানি না
সে কি বাইরে বাতাসের শব্দ, পল্লবের মর্মর,
না কোনো নিশাচর পাখি উড়ে যেতে-যেতে
একটি দীর্ঘ নির্ঘোষে ব'লে গিয়েছিলো —
'রাজবধূর ছদ্মবেশে, রাজপত্নীর শয্যায় — নারী, তুমি কে?'

অম্বিকা

(তার চোখে ঈর্ষার ঝলক, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ)

বলতে চাস তিনি প্রতারণা বুঝতে পেরেও
রুষ্ট হননি? হেলা করেননি তোকে?
না কি তুই গর্বিত, যেহেতু তোর সেবা তিনি গ্রহণ করেছিলেন?
কিন্তু শোন :
ঋষি-নামে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা ভোক্তা নন, শুধু দাতা;
তাই তাঁদের গ্রাহ্য শুধু নারীত্ব, কখনো নয় বিশেষ কোনো
  মানবী।
তবে — হয়তো —

(ক্ষণকাল পরে, ঠোঁট বাঁকিয়ে)

মৎস্যজীবিনীর পুত্রের পক্ষে রাজবধূরা বড়ো সূক্ষ্ম
  রুচিশালিনী,
অনভিজ্ঞ শূদ্রকন্যাই যথাযোগ্য!

অনামী অঙ্গনা

(ক্ষণকাল পরে)

বলছিস তোর মুখের দিকে তিনি তাকিয়েছিলেন।
তাঁর ললাট কুঞ্চিত হয়নি?

অঙ্গনা

অন্ধকার — আমার দৃষ্টি ছিলো অস্পষ্ট।
যদি কিছু দেখে থাকি,
তা রেখাঙ্কিত এক মুখমণ্ডল, পরতে-পরতে কুঞ্চিত,
যেন কর্ষিত বীজপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র,
বা প্রাচীন কোনো বৃক্ষের কাণ্ড, কালচিহ্নে সংকেতময়।
তবু
যেমন বৃদ্ধ বট থেকেও নির্গত হয়
তরুণ হরিৎ বাসন্তিক পল্লবগুচ্ছ,
তেমনি একটি হাসি — একটি মুহূর্ত —
খ'সে পড়লো সেই মুখ থেকে আমার অন্তঃকরণে,
আমার অন্তর থেকে নিঃসৃত হ'য়ে তাঁর সর্বাঙ্গে মিলিয়ে গেলো।
কোনো দূরত্ব আর রইলো না।

অম্বিকা

(ভ্রূকুটি ক'রে)

হাসি? সেই ভীষণ, গম্ভীর তপস্বীর মুখে হাসি?
বালিকা তুই, অঙ্গনা, তাই ইচ্ছেটাকেই সত্য ব'লে ভাবছিস।
চিন্তা ক'রে বল,
তিনি কি যাবার আগে কোনো বর দিলেন তোকে?

অঙ্গনা

কোনো বর? না, দেবী, আমার কিছু মনে পড়ে না।

অম্বিকা

(মনে-মনে প্রীত, ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি)

কিছুই না? একবার ফিরেও তাকালেন না তোর দিকে?

অঙ্গনা

কার দিকে তাকাবেন?
ততক্ষণে আমাকে নিজের মধ্য থেকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে
ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি—
যেন নবান্নের ধান,
যা ঢেঁকির আঘাতে খোশা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়,
বৎসরের সঞ্চয় হবার জন্য।

অম্বিকা

(ঈষৎ হেসে, সমবেদনার সুরে)

কোথায় তোর মনোনীত যুবক— সুকুমার, লজ্জাশীল,
আর কোথায় এই বিরাট ভারি স্নিগ্ধতাহীন পুরুষ!
তুই সহ্য করতে পেরেছিলি ব'লে
আমি তোকে আর-একবার সাধুবাদ জানাই।

অঙ্গনা

বিরাট—ভারি—অপরিমেয়—প্রায় অসহ্য।
কিন্তু তবু,
রাত্রি যখন সবচেয়ে স্তব্ধ, অন্ধকার সবচেয়ে গভীর,
হ'য়ে উঠলেন এমন অনির্বচনীয় কোমল, এমন অন্তহীনভাবে নির্ভার,
যে রাত্রিশেষে, উষার পূর্বক্ষণে আমার মনে হ'লো
শুধু তাঁর নিশ্বাসের ফুৎকারে আমি গর্ভিণী।

অম্বিকা

অবোধের মতো কথা বলিস না, অঙ্গনা। এবার তোর অজ্ঞান বয়স
শেষ হ'লো।
এবার তুই নারী। তোর সামনে এখন সেই দৈনন্দিন,
যার মধ্যে সব কল্পনা কুহেলির মতো মিলিয়ে যায়।

(ঈষৎ বিষাদের সুরে)

অঙ্গনা, তোর মতো যত্নবতী দাসী দুর্লভ,
তোর অভাব আমার উপেক্ষণীয় হবে না—
তবু আমার প্রতিশ্রুতি আমি পালন করবো;
দেবো তোকে—শুধু মুক্তি নয়, মূল্যবান যৌতুক,
আর, যদি চাস, তোর পথশ্রম লাঘবের জন্য শিবিকা।
এখন বিবাহের জন্য প্রস্তুতি তোর কর্তব্য;
যাবার আগে, আরো যদি কোনো প্রার্থনা থাকে, বল।

অঙ্গনা

যে-আদেশ অত্যন্ত কঠিন ছিলো,
তা আমি পালন করেছি, দেবী। এখন আমার প্রার্থনা :
কোনো সহজ সুখের আজ্ঞা দেবেন না আমাকে।

অম্বিকা

তরুণীরা স্বভাবতই চপলমতি, আর এ-মুহূর্তে
এক আশাতীত অভিজ্ঞতায় তুই উদ্‌ভ্রান্ত।
কিন্তু চেয়ে দ্যাখ, দিনের আলো উগ্র হ'য়ে উঠলো,
ছায়া সংকুচিত, নানা কাজের শব্দ ভাসে বাতাসে—
জীবনযাত্রা—মানুষের সংসার—বাস্তব।

অনাম্নী অঙ্গনা

যদি সেই তন্তুবায়যুবা
ইতিমধ্যে তোর মন থেকে অপসৃত হ'য়ে থাকে,
যদি, ঋষির স্পর্শ পাবার পর, তোর আশা এখন আরো উন্নত,
তাহ'লে আমিই তোকে পুরস্কৃত করতে পারি
আমাদের কনিষ্ঠ স্বর্ণশিল্পীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ঘটিয়ে :
ভদ্র যুবা, গৌরবর্ণ, বিত্তবান।

অঙ্গনা

দেবী, আমি পুরস্কৃত হবো
যদি ফিরে পাই আমার পূর্বাবস্থা, আমার দাসীবৃত্তি।

অম্বিকা

(চকিত স্বরে)

সে কী! তুই মুক্তি চাস না?

অঙ্গনা

যদি আমার পরিচর্যা কখনো আপনাকে তুষ্ট ক'রে থাকে
তাহ'লে, করুণাময়ী, আমাকে চিরকাল আপনার দাসী হ'য়ে
থাকতে দিন।

অম্বিকা

(তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে)

তুই কি এখনো প্রকৃতিস্থ হ'তে পারছিস না?

অঙ্গনা

যাকে আমি বহন করছি আমার দেহের মধ্যে,
আমি তাকে জন্ম দিতে চাই, লালন করতে চাই
এই রাজপুরীতে, হস্তিনাপুরে।
ব্যাসের পুত্র—সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে,
লালিত হবে অন্য কোনো সংসর্গে—
আমার পক্ষে এই চিন্তা অসহ্য।

অম্বিকা

(তার চোখে রোষের বিস্ফোরণ, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।)

কী, এত স্পর্ধা! এত কূটবুদ্ধি!
ভাবছিস তোর পুত্র হবে কুরুজাঙ্গলের রাজা,
আর তুই—দাসী—রাজমাতা হবি সত্যবতীর মতো!
মূর্খ! জানিস না,
মাতা যার শূদ্রাণী, আর পিতা বর্ণসংকর—
সেই পুত্র যত না পূর্ণাঙ্গ হোক,
অন্ধের চেয়েও, ক্লীবের চেয়েও
শতগুণে রাজা হবার অযোগ্য!

অঙ্গনা

(ঈষৎ হেসে)

রাজবধূ, আমি তা জানি।
এখানে মিলে গেছে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র আর শূদ্রাণীর অভিলাষ।
আমি যদি ধীবরকন্যা সত্যবতী হতাম
তাহলে একবার যমুনার বুকে কুজ্ঝটিকায় আবৃত হবার পর,

একবার ব্যাসদেবকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ ক'রে,
আর-কিছু কাঙ্ক্ষণীয় আমার থাকতো না—
না ভরতবংশীয় রাজদণ্ডধারী স্বামী, না রাজত্ব, না [illegible] কোনো
সন্তান।

অম্বিকা

(তার রোষ প্রশমিত, কিন্তু কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর)

তোর আলোচ্য নয়
সত্যবতীর আচরণ, বা ভরতবংশের ইতিহাস।
যে-কাহিনী আমার মুখে শুনেছিস, তোকে তা বিস্মৃত
হ'তে হবে।

অঙ্গনা

দেবী, ক্ষমা করুন। আপনার আদেশেও আমি তা পারবো না।
অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা, যেমন আমার দীন জীবনে এই আবির্ভাব।
কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি নীরব থাকবো।

অম্বিকা

ঋষির বরে রাজ্ঞী হয়েছিলেন সত্যবতী,
কিন্তু বরলাভের ভাগ্য তোর হ'লো না ব'লে
আবার তুই দাসীত্বে কেন ফিরে যাবি?
দুই বিপরীত চরম: কিন্তু মধ্যে আছে আরো বহু অবস্থা—
সুখদায়ক, সম্মানযোগ্য। অঙ্গনা, ভেবে দ্যাখ।

অঙ্গনা

আমি জানি না আপনি কাকে বলেন বর, কাকে ভাগ্য।
কিন্তু যদি কয়েক মুহূর্ত সময় দেন

আরো একটি কথা আপনাকে বলি।
আমি দেখতে পাইনি কখন তিনি চ'লে গেলেন,
শুধু যেন অন্ধকার লঘু হ'য়ে উঠেছিলো
বাতাসে কাঁপন তুলে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে।
হঠাৎ মনে হ'লো, তিনি
আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।
দূরে থেকে শোনা সমুদ্রের মতো তাঁর স্বর,
নববর্ষায় প্রথম মেঘমন্দ্রের মতো।
তাঁর বাক্য। আমি যে সব বুঝেছিলাম তা নয়,
কিন্তু এটুকু স্পষ্ট মনে পড়ে :
'তোমার পুত্র হবে ধীমান, প্রাজ্ঞ,
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর।
তুমি তার নাম দিয়ো বিদুর, কেননা বিদ্যা হবে তার স্বভাবসিদ্ধ।'
আরো বললেন :
ঘোর যুদ্ধ আসন্ন : তিনি নিজে থাকবেন দূরে,
আর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র — ঘটনাস্থলে উপস্থিত —
তবু থাকবে শান্ত, শান্তির সাধক, নির্লিপ্ত,
যেন সিন্ধুবিহারী হংস, তরঙ্গ যাকে সিক্ত করে না।

অম্বিকা

(ঈষৎ উদ্বেগের স্বরে)

যুদ্ধ আসন্ন? . . . প্রতিদ্বন্দ্বী কারা? . . . ফলাফল?
তিনি কি আর-কিছু বলেননি?

অঙ্গনা

যদি ব'লে থাকেন
আমি তন্দ্রার ঘোরে শুনতে পাইনি, বা অর্থ বুঝিনি,

কিংবা আমার শ্রবণের আর শক্তি ছিলো না,
কিংবা ছিলাম নিজের ভাবনায় উন্মন।
—কেমন ক'রে
আমার অন্য সব স্বপ্ন হ'লো অপহৃত,
আমি হারিয়ে ফেললাম সব যুবকদের,
লুপ্ত হ'লো সব কুটির, সব শালুকফুলের পুকুর!
কেমন ক'রে
একটিমাত্র আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেলো
আমি যাকে ভেবেছিলাম সুখ —সার্থকতা!

(ক্ষণকাল পরে)

আমার পুত্র বিদুর—

অম্বিকা

(পাশ দিয়ে)

সে যদি পিতৃস্বভাব পায়
তবে জানিস, তার পক্ষে তুই
হবি এক রন্ধ্রপথ শুধু, যার মধ্য দিয়ে
এই ভূপৃষ্ঠে ঘটবে তার অবতরণ; শুধু ছিদ্রময়
উজ্জ্বল দুই উৎসমুখ, তার পুষ্টির নিঃসরণে নিযুক্ত;
শুধু যত্নপরায়ণ
পরিশ্রমী দুটি হাত—যার দানে তার দেহ পাবে বৃদ্ধি,
কিন্তু প্রয়োজন নিঃশেষ হবে অচিরে।
আর তারপর
তার জীবন ছেড়ে যাবে তার মাতার তট—কোথায়,
তুই তাও জানবি না।

অনাম্নী অঙ্গনা

(ক্ষণকাল পরে, ঈষৎ তিক্ত স্বরে)

এতে উল্লাসের কোনো কারণ নেই।

অঙ্গনা

উল্লাস, দেবী? না।—
শুধু এক অস্পষ্ট অনুভব, আমার শোণিতে এক সঞ্চার,
আমার শরীরের কন্দরে ও অন্ধকারে এক মর্মর।
এ কি আশ্চর্য নয়, দেবী,
যে আমার মধ্যে যত ছিলো শূন্য স্থান,
সব পূর্ণ ক'রে তুলছে একবিন্দু ব্যাসদেব—মুহূর্তের পর
  মুহূর্তে?
এ কি আশ্চর্য নয়
যে আমি জেনেছি নারীদেহের রহস্য, নিয়েছি স্বাদ
  আমার নারীত্বের,
যেন পান করেছি নিজেরই নির্যাস, কোনো সঞ্জীবনী সুরার মতো,
আপনার আশ্রমে, এক রাত্রে, চিরকালের জন্য?
আর এখন
সেই রাত্রির পরে আমার প্রার্থনা শুধু এই :
আমার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন
আমাকে আবার আপনার পরিচর্যায় আবদ্ধ ক'রে।

অম্বিকা

(বেদনার সুরে)

কিন্তু কেন, অঙ্গনা?
আমি অভিজ্ঞা, আমার কাছে শোন :

অনাম্নী অঙ্গনা

নারীর পক্ষে ভর্তৃহীনতার মতো দুঃখ আর নেই,
আর জীবন দীর্ঘ। আর তোর যৌবন সবেমাত্র আরম্ভ হ'লো,
সবেমাত্র অনর্গল তোর দুয়ার।
—পুত্র?
যার ভবিতব্যে তোর কোনো অংশ থাকবে না,
যার চিন্তা হবে তোর কল্পনার অতীত,
সুখদুঃখ তোর বুদ্ধির অগম্য,
সেই পুত্রের জন্য তুই
কেন তোর পুংপক্তু ব্যর্থ ক'রে দিবি
দাসীবৃত্তির অসম্মানে—তুচ্ছতায়?
আমি কথা দিচ্ছি,
তোর পুত্রকে কুলস্ত্রীরা লালন করবেন এই রাজপুরীতে,
যদি তার জন্মের পরে তুই অন্য জীবন বেছে নিস—
অন্য কোথাও।

অঙ্গনা

না, দেবী, পুত্রের জন্য নয়—
আমার নিজেরই জন্য। আমি দেখতে চাই দূরযাত্রীকে তীরে
দাঁড়িয়ে,
দেখতে চাই আকাশে আমার জয়ধ্বজা—
একমাত্র ধবলতার সংকেত—
ঘোর যুদ্ধে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত।
সে:
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর—

(তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত)

পিতার মতো বিত্তবান, মাতার মতো নেপথ্যচারী,
মাতার মতো দীনতায় ধন্য, পিতার মতো উদাসীন,
ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র নয়,
নয় শত্রু বা মিত্র, সংসারী বা সন্ন্যাসী :
এক অখণ্ড স্থির ভাবনায় মগ্ন,
ভুক্তভোগী, তবু সুদূর—
আমার স্মরণচিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞান।
তাই, দেবী,
আমার পক্ষে দাসীত্ব আজ বরণীয় গুণ্ঠন,
নামহীন অস্তিত্ব এক দুর্গধাম,
যার অন্তরালে আমাব বীজময় রাত্রি—
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে—
ফ'লে উঠতে পারে গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোক্তা যার ভবিষ্যৎ।
—দয়াময়ী, আমাকে আশ্রয় দিন।

অম্বিকা

(কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর)

তুই অদ্ভুত মেয়ে, অঙ্গনা, অস্বাভাবিক।
এই বিনয়—এই শ্রদ্ধা—তুই কোথায় শিখলি ?
হয়তো তোর কথাই সত্য,
হয়তো সংসারসীমার বাইরেই তোর যথাস্থান।
মনে হয় তুই নিজের মুক্তি নিজেরই মধ্যে রচনা ক'রে নিয়েছিস;
আমি তোকে আর দাসী ব'লে ভাবতে পারছি না।
তবু, যদি তোর ইচ্ছে হয়, এখানেই থাক।

অঙ্গনা

দেবী, আমি কৃতার্থ। আমার প্রণাম নিন।

[অম্বিকার অন্তঃপুরে প্রস্থান। অঙ্গনা সিঁড়ির শেষ ধাপে বসলো।]

অঙ্গনা

(গুঞ্জনস্বরে গান)

সে ছিলো তরুণ তরু।
রাতের অন্ধকারে
নিষ্ঠুর বেগে মহাবিহঙ্গ নামলো।
অঙ্গে-অঙ্গে হানলো কঠিন চঞ্চু,
তীক্ষ্ণ নখরে দেহ ক'রে দিলো দীর্ণ।
লুণ্ঠিত হ'লো পুষ্পকোরক,
সব পল্লব ছিন্ন।

কোন দূরে উড়ে অদৃশ্য হ'লে তুমি,
মহাবিহঙ্গ, সুন্দর!
উন্মূল তরু মূর্ছায় অবসন্ন।
কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে
ক্ষুদ্র নতুন পাখি
মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো ঊর্ধ্বে,
উষার আলোয়—নীলিমায়—নিঃশব্দে।

যবনিকা

প্রথম পার্ব

পাত্রপাত্রী

কর্ণ

কুন্তী

দ্রৌপদী

কৃষ্ণ

দুই বন্ধু ব্রাহ্মণ

স্থান : গঙ্গাতীরে এক বনভূমি

কাল : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বদিন

[মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগ অর্ধ-আলোকিত, সেখানে কর্ণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর পিঠ দর্শকদের দিকে ফেরানো। সামনের আলোকিত অংশে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।]

প্রথম বৃদ্ধ

আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল :
অঘ্রান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।
ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,
আজ ত্বরা করবেন না,
আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্য স্নান।
সময় দিন, আমাদের সময় দিন,
আমরা উৎকণ্ঠিত, আমাদের সময় দিন :

কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল
সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা : কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে—
সেই সিদ্ধান্ত।
আমি তা-ই শুনেছি, কিন্তু ঠিক জানি না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

রাজা, তাঁরা আমাদের রাজা,
কুরুবংশীয় শূরবৃন্দ—মহীপাল—মহান—
বেদে ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাবান, দেবতার প্রিয়পাত্র।
তাঁদের রাজ্যে নেই দুর্ভিক্ষ বা দস্যুতা,
নেই কুসীদজীবী, নেই সত্যভ্রষ্ট বিচারক।
তাঁদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা—
অন্তত ছিলাম :
যতদিন না ধার্তরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ
একপাল ইঁদুরের মতো ছিন্ন করেছিলো সেই রজ্জু,
সৌভ্রাত্র যার নাম, যা বেঁধে রাখে রাষ্ট্রকে।
আপনারা জানেন সেই কাহিনী :
জতুগৃহ, দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবের বনবাস ও প্রত্যাবর্তন,
কেমন ক'রে নষ্ট হ'লো মৈত্রী,
কেমন ক'রে পুষ্ট হ'লো বৈরিতা
এতদূর পর্যন্ত—যে সম্প্রতি
উভয়পক্ষ সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ এসেছেন
দ্বারকায় সিন্ধুতট ছেড়ে, শান্তির দৌত্য নিয়ে।
কেউ বলে দর্পিত দুর্যোধন দায়ী,

কেউ দোষ দেয় দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকে,
কেউ বলে কৃষ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নন;—
আমরা কিছু জানি না। শুধু ভাবি :
যে-দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু,
আর গান্ধারীর মতো সত্যদর্শিনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ?
একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ,
এক স্বার্থ, এক জন্মভূমি, ভ্রাতৃবোরা সকলেই ধর্মজ্ঞ—
তবু দ্বন্দ্ব কেন?
সমাধানের কোনো উপায় কি নেই--অস্ত্র ছাড়া?
বিতর্কের কোনো উত্তর কি নেই--রক্তপাত ছাড়া?
কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহূর্তে মিলন দিতে পারেন
গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপাণ্ডবকে,
যারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে একসঙ্গে, এক পাতে খেয়ে?

প্রথম যুদ্ধ

একজনের নাম এখনো করিনি।
ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে। অপেক্ষমাণ, যেন চিন্তান্বিত।
আমাদের মনে যে-চিন্তা, তাঁরও হয়তো তা-ই,
কেননা আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক—
পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।
সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য, ঐ বিরাট পুরুষ,
দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু,
রূপে, গুণে, আচরণে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ : তিনি সূতপুত্র?
তাঁর জন্ম নিয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে,
তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক
রাজরাজেশ্বর।

প্রথম পার্শ্ব

আমি কর্ণপাত করি না ও-সবে। দেবতার দয়া হ'লে
কেন জন্ম নেবে না দীনের কুটিরে বীরত্ব,
যশস্বীর উৎস হবে না অখ্যাত বীজ ?
যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি।

দ্বিতীয় বন্ধু

কর্ণের কীর্তির কথা আপনারাও জানেন।
দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষায়
তাঁর মতো দক্ষ কেউ হননি — অর্জুন ছাড়া।
পাঞ্চালীর স্বয়ংবরসভায় লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন
ধরাধামে দু-জন মাত্র — অর্জুন, আর তিনি।
তাই বুদ্ধিমান দুর্যোধন
অর্জন করেছেন তাঁর সৌহার্দ্য
অনেক আগেই অঙ্গরাজ্য উপঢৌকন দিয়ে।
সকলেই চায় বিক্রমশালী মিত্র, বিশেষত রাজারা।

প্রথম বন্ধু

অনেকে কর্ণকে বলে উগ্রস্বভাব, দাম্ভিক,
কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো।
আমি দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন
এই গঙ্গার তীরে, বনভূমিতে, নিঃসঙ্গ।
মৃগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিলাস নয়,
প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।
আমি তাঁকে জানি মহাপ্রাণ ব'লে,
শুধু অস্ত্রবীর নন, সত্যনিষ্ঠ,
দানে তিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত :

আর এও জানি
এ-মুহূর্তে তাঁরই উপর নির্ভর—
কুরুকুল ধ্বংস হবে, না রক্ষা পাবে,
রাঙবে কিনা ক্ষত্রশোণিতে কুরুক্ষেত্র,
যুদ্ধ হবে—কি হবে না।

কেননা তিনি কুরুপক্ষের স্তম্ভস্বরূপ,
অথচ কুরুবংশের অনাত্মীয়,
কুন্তী, মাদ্রী বা গান্ধারীর গর্ভজাত নন;
তাই ধর্মত
তিনি পারেন যুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াতে;
আর তিনি স'রে দাঁড়ালে
দুর্যোধনেরও রণস্পৃহা নিস্তেজ হবে—
অন্তত আমার তা-ই ধারণা।
কে না বোঝে পরাজয়ের চেয়ে অর্ধেক রাজত্ব অনেক ভালো,
সর্বনাশের চেয়ে অনেক ভালো সুবিচার।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

এ কী!
কুন্তী আসছেন,
যশস্বিনী পৃথা,
বিখ্যাত যদুবংশে যাঁর জন্ম, যিনি পেয়েছিলেন
বন্দনীয় পাণ্ডুকে তাঁর ভর্তা,
আর দেবতার বরে, দেবতার মতো পঞ্চপুত্র।

[কুন্তীর প্রবেশ

কুন্তী

বন্ধুরা, শুনুন।
আমি মন্ত্রণাসভা ছেড়ে দ্রুত এসেছি এখানে
নিজেকে চিন্তা করার সময় না-দিয়ে,
এক আকস্মিক সংকল্পে উত্তেজিত।
আমার এক কর্তব্য আছে — অতি কঠিন — বহুদিন ধ'রে অসম্পন্ন,
আজ পালন করবো।
কিছু বক্তব্য আছে, মুখে আনা সহজ নয়,
কিন্তু আজ আমাকে বলতেই হবে।

প্রথম বন্ধু

আমার অনুমান আপনি কর্ণকে কিছু বলতে চান —
হয়তো কোনো গূঢ় বার্তা?
আমরা কি চ'লে যাবো, স'রে দাঁড়াবো?

কুন্তী

দূরে থাকবেন। শ্রবণের বাইরে যাবেন না।

দ্বিতীয় বন্ধু

তাহ'লে কি আপনার কথা আমাদেরও শ্রোতব্য?

কুন্তী

হস্তিনাপুরের নাগরিক, কুরুবংশের হিতৈষী, শুদ্ধাচারী বিশ্বস্ত
ব্রাহ্মণ :
আমার এই কথা, যা কৃষ্ণ ছাড়া কেউ এখনো জানে না,
একদিন তা প্রকাশিত হবে সকলের কাছে, সর্বত্র,

প্রথম পার্থ

যখন আমরা সবাই হ'য়ে যাবো ইতিহাস, আর
যা ছিলো গোপন, তা-ই জ্বলবে
নক্ষত্র হ'য়ে, সর্বজনীন আকাশে।
কিন্তু এখনো সেই সময় আসেনি। তাই
আমি চাই প্রতিশ্রুতি—যা শুনবেন
তা রুদ্ধ রেখে দেবেন স্মরণে—চিরকাল।
আপনাদের মুখ থেকে কেউ তা শুনবে না।
যদি এতে সম্মত হন, তাহ'লে আপনারাও
শুনুন আমার কলঙ্ক ও বেদনা,
সাক্ষী থাকুন আমার স্বীকারোক্তির;—
আপনাদের মার্জনা পেলে আমার মন আরো নির্ভার হবে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

দেবী, আমরা জানি না আপনি কী বলতে চান,
আমাদের শোনা উচিত কিনা জানি না।
কিন্তু যদি আমাদের যোগ্য ব'লে ভাবেন,
সত্য পণ ক'রে বলছি, গোপন রাখবো।

প্রথম বৃদ্ধ

সত্য পণ ক'রে বলছি, গোপন রাখবো।

কুন্তী

অন্য এক কারণেও
এখানে আপনাদের উপস্থিতি আমার কাম্য।
আমি এসেছি কর্ণের কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে—
শুভ প্রস্তাব, কর্ণের পক্ষে সৌভাগ্যময়,
কুরুকুলের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক,
আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও আনন্দের।

কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই মঙ্গলসাধনের
পরিপন্থী হবে কর্ণের আত্মশ্লাঘা।
স্বপ্রতিষ্ঠ সে, স্বনির্ভর: অন্যের কথা মানতে অনভ্যস্ত।
তবু আশা: হয়তো সফল হ'য়ে ফিরতে পারি
যদি আপনারা, মহদাশয় ব্রাহ্মণ,
মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করেন আমার প্রস্তাব।

প্রথম বৃদ্ধ

যদি ধর্মসংগত হয়, নিশ্চয়ই করবো।
আমরা অন্তরালে যাই, আমাদের শুভেচ্ছা রইলো এখানে।

[বৃদ্ধেরা অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন হলেন। কর্ণকে উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেলো।]

কুন্তী

(কর্ণের দিকে অগ্রসর হ'য়ে)

রৌদ্র প্রখর।
বৃক্ষের মতো ছায়া ফেলে
কর্ণ দণ্ডায়মান।
আমি খুঁজবো আশ্রয় সেই ছায়ায়, আমি আজ প্রার্থিনী।

[কুন্তী কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়ালেন।]

কর্ণ

(ফিরে তাকিয়ে, ক্ষণকাল পরে)

প্রণত হই, দেবী। আমি উন্মন ছিলাম,
তাই লক্ষ করিনি আপনাকে। মার্জনা করবেন।

আদেশ করুন, আপনার কোন প্রিয় কর্ম আমার সম্পাদ্য?
আমি অধিরথের পুত্র, কর্ণ, রাধা আমার মাতা।

কুন্তী

(মুগ্ধ চোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে)

কর্ণ, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে না?

কর্ণ

পরিচয় অনাবশ্যক। অতিথিমাত্রেই অর্চনীয়।
আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কিছু দান করি
যেদিন যাঁর দেখা পাই, এঁকেই। কিন্তু আপনাকে দেখে

(কুন্তীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে)

মনে হচ্ছে কোনো রাজ্ঞী মহীয়সী বীরাঙ্গনা।
ইচ্ছা হয় গো আপনার পরিচয় বলুন।

কুন্তী

আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে
যবদ্বীপ থেকে যবনদ্বীপ পর্যন্ত
অনেকেই আমার নাম জানে।

(ক্ষণকাল পরে)

আমি কুন্তী।

কর্ণ

(সবিস্ময়ে)

কুন্তী! অর্জুনের মাতা!

কুন্তী

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের আমি জননী—
এবং অন্য একজনের।

কর্ণ

অন্য একজনের?

কুন্তী

জ্যেষ্ঠ সে, শ্রেষ্ঠ সে, অতুলনীয়।
অর্জুনের মতো বীর, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মাত্মা।

কর্ণ

আমার মনে জিজ্ঞাসা জাগছে : তিনি অজ্ঞাত কেন,
তিনি প্রচ্ছন্ন কেন--এই দীপ্তিশালী পুরুষ, আপনার
প্রথম পুত্র?

কুন্তী

আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যেমন ঘটের মধ্যে হুতাশন,
যেমন মাটির ভাণ্ডে বৈদুর্যমণি,
যেমন গুহার আঁধারে মহাব্যাঘ্র :

আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম—
যাতে সে প্রকাশিত হ'তে পারে
যথাকালে, যথাস্থানে,
দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য—
এই হস্তিনাপুরে, যার প্রান্ত ছুঁয়ে জাহ্নবী বয়ে যান।

কর্ণ

(স্বগতোক্তির ধরনে)

তাহ'লে আমার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন :
অর্জুন—আর এই তেজস্বী পুরুষ, যাঁর নাম এখনো
জানি না।

কুন্তী

তোমার সঙ্গে অচিরে তার দেখা হবে, কর্ণ,
দেখবে কেমন অবিকল সে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার·
তোমারই মতো দীর্ঘকায়, আয়তাক্ষ,
তোমারই মতো শক্তিমান, হৃদয়বান,
মহত্তম বন্ধু, শত্রুর পক্ষে অসহন—
ভরতবংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম—

(হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বসিত স্বরে।)

কর্ণ, পুত্র আমার!

[কুন্তী হাত বাড়িয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু কর্ণ সরে গেলেন পিছনে।]

আপনার পুত্রসম্বোধনে কৃতার্থ আমি, দেবী—
আমি, অধিরথপুত্র বৈকর্তন, রাধার সন্তান।

কুন্তী

(কোমল স্বরে)

না–না—না!
আর অন্ধ থেকো না, কর্ণ, চিনতে শেখো নিজেকে,
আমার কাছে জেনে নাও তোমার আত্মপরিচয়—
এই আমি :
যার গর্ভ ছিলো তোমার প্রথম মর্ত্যলোক,
যার ভুক্ত অন্ন প্রথম পথ্য ছিলো তোমার,
যার প্রাণবায়ুতে তুমি প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলে—
শোনো আজ তার মুখ থেকে, বিদ্ধ ক'রে নাও হৃদয়ে :
তুমি কুন্তীপুত্র, তুমি সূর্যের সন্তান।

[কর্ণ কুন্তীর চোখে চোখ রাখলেন, কিছু বললেন না।]

নীরব কেন, কর্ণ? ভাবছো এ-কথা অবিশ্বাস্য?
না কি বিস্ময়ে রুদ্ধ তোমার কণ্ঠস্বর?

কর্ণ

(উন্মনভাবে, স্বগতোক্তির ধরনে)

কবে, তা মনে পড়ে না,
কার মুখ থেকে, মনে পড়ে না,

কোনো কল্পনার কম্পন হয়তো, কোনো দূরশ্রুত প্রবাদ,
কোনো গহন স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে,
জন্মান্তরের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট—
আমি শুনেছিলাম, ভুলেছিলাম, ভেবেছিলাম,
ভুলে যেতে-যেতে ভুলতে পারিনি,
মেনে নিতে-নিতে মানতে পারিনি
রাজকন্যা কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,
আমার পিতা সূর্যদেব।
কিন্তু এ কি সত্য হ'তে পারে?

কুন্তী

(ব্যগ্র স্বরে)

তুমি জানতে? তুমি আগেই জানতে? তাহ'লে দূরে ছিলে কেন এতদিন?
যদি স্বপ্নে তোমাকে ধরা দিয়েছিলো সত্য, তাহ'লে স্বগৃহে কেন ফিরে আসোনি?

কর্ণ

আমার স্বগৃহ? তা কোথায়?

(ক্ষণকাল পরে, ভিন্ন সুরে)

—কিন্তু কে নয়,
কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে? যা-কিছু আছে সপ্রাণ,

তৃণ, বৃক্ষ, জন্তু, মানুষ—যারা পরস্পরকে আহার ক'রে
বংশপরম্পর বেঁচে থাকে, জন্ম-জন্মান্তরে ঘূর্ণিত হয়—
সূর্য তাদের সকলেরই পিতা, সকলেরই প্রতিপালক।
পশুর মলজাত যে-কীট, সেও তো সূর্যের সন্তান।

(কৌশ হেসে)

হয়তো সেই অর্থেই—আমি।

কুন্তী

একমাত্র মা জানেন তাঁর সন্তান কে,
একমাত্র মা জানেন তাঁর সন্তানের পিতা কে,
তাই মাতৃবাক্য অবশ্যমান্য। এ-কথা মূর্খেও বোঝে।
আর, কর্ণ, তুমি বিদ্বান।

কর্ণ

(কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে)

না—আমি বিশ্বাস করি না!
এ কি সম্ভব যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে
কখনো সহ্য করতে পেরেছিলেন কোনো মানবী—
এমনকি দীপ্তিময়ী কুন্তী?

কুন্তী

কর্ণ, তাহ'লে সব শোনো।
কুমারী আমি তখন, সদ্যযৌবনা—বালিকার মতো চঞ্চল,
চিন্তাহীন।

একবার দুর্বাসা অতিথি হ'লেন আমার পিতৃগৃহে। আমি
তাঁর সেবা করলাম।
আমার যত্নে তুষ্ট হ'য়ে তিনি বর দিলেন আমাকে,
শেখালেন একটি অতি গূঢ় আহ্বানমন্ত্র, যার উচ্চারণে
আকৃষ্ট হ'বেন দেবতারা, আমার কাছে, আমার পুত্রের
জন্মের জন্য।
দুর্বাসা আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন :
'কন্যাবস্থায় কখনো এই মন্ত্র বোলো না,
রাজবধূ হ'য়েও কখনো বোলো না—পতি যদি আজ্ঞা
না দেন।'
ঋষি তিনি, অগ্রিম জেনেছিলেন আমার ভবিষ্যৎ,
তাই দিয়েছিলেন বর, যাতে পাণ্ডুর বংশলোপ না ঘটে।
কিন্তু আমি, সদ্যতরুণী, প্রায় বালিকা,
আমার কৌতূহল হ'লো জানতে
সত্য কিনা মহর্ষির বর, আমি যোগ্য কিনা দেবতার দৃষ্টির।
—আমি ভক্ত ছিলাম দেবতাদের, ভালোবাসতাম তাঁদের কথা
ভাবতে।
সেই রাত্রে আমি ছিলাম একা—
যৌবনে তখনও অনভ্যস্ত, কিন্তু দেহে-মনে উৎসুক,
কোনো-এক অজ্ঞাত মধুর জন্য অপেক্ষমাণ।
আমি জপ করলাম সেই মন্ত্র—সূর্যদেবের উদ্দেশে।
রাত কেটে গেলো অস্থির,
আধো ঘুমে, আধো জাগরণে—যেন মোহমুগ্ধ।
কখনো ঘরের মধ্যে ঝড় ব'য়ে যায়,
কখনো চমক দেয় বিদ্যুৎ, বিরাট শব্দে বজ্র ডেকে ওঠে,
কখনো ভেসে আসে তীক্ষ্ণ কোনো সুগন্ধ;
কখনো শুনি মর্মভেদী রাগিণী।

আর তারপর যখন দিনের উন্মেষে শিউরে উঠছে আকাশ
তখন আদিত্য, পূষণ, দিনমণি,
তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব
প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্থলে তাঁর দৃষ্টি—একটি
কোমলতম রশ্মিরেখা—
অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো। নামলো গভীর নিদ্রা আমার
চেতনায়।
জেগে উঠে বুঝলাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা।
আমার সেই পুত্র— তুমি!

কর্ণ

(আবেগের সঙ্গে)

মা! আমারে মা!
আমার ঘুমের মধ্যে লুকোনো এক স্বপ্ন,
আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপন এক সঞ্চার—
আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে!

কুন্তী

ডাক, আর-একবার মা ব'লে ডাক আমাকে,
আগে কখনো শুনিনি তোর মুখে, এখন অবিরাম শুনতে চাই।

কর্ণ

(অভিভূতভাবে)

মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ।
কর্ণ আর কুন্তী, পুত্র আর মাতা।
দাঁড়াও, দেখি তোমাকে, তোমার মুখশ্রী এঁকে রাখি আমার স্মরণে,

যাতে কখনো দর্পণে তাকিয়ে বলতে পারি :
'এই চক্ষু কুন্তীর, এই ওষ্ঠ কুন্তীর,
এই দেহকে রচনা করেছিলেন কুন্তী—তিলে-তিলে, অন্ধকারে।'
কী আশ্চর্য ভ্রূণের সঙ্গে গর্ভধারিণীর সম্বন্ধ :
এক দেহে দুই প্রাণ, দুই দেহে এক অনুভূতি,
যেন জগতের মধ্যে অন্য এক জগৎ—
দুর্গের চেয়েও নির্বিঘ্ন, স্বর্গের চেয়েও তৃপ্তিকর।
আমার জন্ম নেবার কোনো কারণ ছিলো না, কিন্তু কোনো-এক
নারী চেয়েছে মাতৃত্ব, পেয়েছে দেহে-মনে দৈব প্রেরণা—
তাই আমার জন্ম।
আমার মনে হয় মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেন,
আমার মনে হয় আমরা সকলেই কুমারীর সন্তান—
পিতা শুধু উপলক্ষ—গোত্রচিহ্ন।
মা, তুমি—
যাঁর গর্ভ ছিলো আমার প্রথম মর্তলোক,
যাঁর দেহের নির্যাস ছিলো আমার প্রথম পথ্য,
যাঁর প্রাণবায়ুতে আমি প্রথম নিশ্বাস নিয়েছিলাম,
সেই তুমি—

(হঠাৎ থেমে, ভিন্ন সুরে)

কিন্তু তারপর? আমার জন্মের পর :
কোথায় তুমি ছিলে তখন—আর কোথায় আমি?

কুন্তী

সবচেয়ে কঠিন এই প্রশ্ন, কিন্তু আমি প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি ;
এর উত্তর সবচেয়ে কষ্টের, তাই সংক্ষেপে বলবো।

কর্ণ,
আমি তখন অনূঢ়া, তাই লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে,
তোমাকে মূল্যবান বসনে ঢেকে, একটি ভাসমান মঙ্গলপাত্রে
গঙ্গার বুকে অর্পণ করেছিলাম।

কর্ণ

([illegible])

আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

কুন্তী

কালস্রোত, কর্ণ, আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম,
যাতে সেই স্রোতে বাহিত হয় তোমার খ্যাতি
যুগ থেকে যুগান্তরে, দূর থেকে দূরান্তর পর্যন্ত।
যার জন্ম সূর্যের বীজে, আমি জানতাম সে নির্ধারিত বীর,
অকালে সে বিনষ্ট হ'তে পারে না!

কর্ণ

সূর্যের বীজে—অনূঢ়ার গর্ভে—
লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্ত সন্তান!

কুন্তী

মাতার দেহ পরিত্যাগ করে পুত্রকে—
সেটা প্রকৃতিরই বিধান।
কিন্তু মাতার হৃদয়ের মধ্যে অভ্যর্থনা
ধ্বনিত হয় নিরন্তর—নিঃশব্দে।

কর্ণ

সেই নিঃশব্দতা কেন ঘুচিয়ে দিলে, পাণ্ডুপত্নী?
কেন রাখলে না চিরকাল অন্তরাল?
তুমি লজ্জা পেলে না, নতুন ক'রে লজ্জা পেলে না
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র ব'লে ডাকতে?

কুন্তী

কর্ণ, আরো বলো!
আমাকে আঘাত করো, ধিক্কার দাও!
শুনতে-শুনতে নির্বাপিত হোক আমার মনস্তাপ,
আমার চোখ ফেটে নেমে আসুক কান্না,
আমার চোখের জলে হোক তোমার অভিষেক।

[কুন্তী কর্ণের দিকে এগিয়ে গেলেন।]

কর্ণ, আমার কাছে আয়। আমাকে তোর স্পর্শ দে।

কর্ণ

(স'রে গিয়ে)

অর্জুনমাতা পৃথা, আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী।
যদি দুর্বাক্য ব'লে থাকি, মার্জনা করবেন।

প্রথম পার্থ

কুন্তী

(তীব্র স্বরে)

প্রত্যাখ্যান!—
আমি অপরাধিনী, তাই?
অপরাধের কি ক্ষমা নেই?
পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই?
নেই মিনতির কোনো উত্তর, বেদনায় কোনো শুদ্ধি?
আর তারা কি তবে ভ্রান্ত, যারা বলে
কেউ নেই কর্ণের মতো মহাপ্রাণ?

কর্ণ

বেদনা -- মনস্তাপ -- প্রায়শ্চিত্ত : সব অর্থহীন এখন।
কালস্রোত আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে।
তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান --
হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না।

কুন্তী

ভুল, কর্ণ, ভুল! আমি এসেছি দূতী হয়ে আজ
অতীত থেকে বর্তমানে, তমিস্রা থেকে উজ্জ্বলতায়।
জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব তুমি ফিরে এসো, তোমার জন্মসূত্রে যুক্ত হও।
গ্রহণ করো তোমার উত্তরাধিকার, বেরিয়ে এসো ছদ্মবেশ থেকে
সত্যে।
আজ ইন্দ্রপ্রস্থ তোমাকে চায়, কর্ণ, হস্তিনাপুর তোমাকে চায়।
এই সংকটকালে, আমাদের রাষ্ট্র যখন টলায়মান,
আর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংশয়ময়,

প্রথম পার্থ

তুমি কি তখনও মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কর্ণ,
দুর্যোধনের ক্ষুদ্র সামন্ত হয়ে—
শূন্য রাখবে সেই অধিপতির পদ, যা তোমারই প্রাপ্য?

কর্ণ

তাহলে···এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি?
অর্জুনের আয়ু?
সেইজন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ
মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন?

কুন্তী

আমি কিছু গোপন করবো না, আমার গোপনীয় কোনো
কথা নেই।
কোনো দ্বিধা নেই বলতে—দুর্যোধন দুরাত্মা,
আর পাণ্ডবেরা সাধু ও উৎকর্ষিত:
কেননা সেটাই সত্য—আমি জানি। অনেকেই জানে।
আমার বিশ্বাস পাণ্ডবের হিতের জন্য যে সচেষ্ট
তারই কাম্য এই রাষ্ট্রের উন্নতি, কুরুবংশের মঙ্গল।
আমার মনে হয় যখন যুদ্ধের শঙ্খনাদ
যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে
কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষে,
তখন আমারও কিছু কর্তব্য আছে,
আমি, ব্যাসের পুত্রবধূ, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা।
কিন্তু তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, কর্ণ,
এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আহ্বানে।

কর্ণ

রক্তের টানে, হৃদয়ের আজ্ঞায়।
তাহলে শুনুন আমার ক্ষুদ্র একটি কাহিনী :
সেদিন রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীতে
উপস্থিত ছিলেন নানা দেশের অমাত্য, হস্তিনাপুরের
আবালবৃদ্ধবনিতা।
আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিযোগী। কৃপাচার্য আমার বংশপরিচয়
জিজ্ঞাসা করলেন,
আমার উত্তর শুনে হেসে উঠলেন অভিজাতবর্গ।
আমি বেরিয়ে এলাম লক্ষ চোখের তলা দিয়ে,
বিনা পরীক্ষায় পরাস্ত — অপমানিত —
আমি, কুন্তীর প্রথম সন্তান!
হয়তো ভীষ্ম তা ভুলে গেছেন, যিনি আপনাদের পূজ্য,
হয়তো দ্রোণ তা ভুলে গেছেন, যিনি কুরুপাণ্ডবের গুরু,
কিন্তু — আমি ভুলিনি।

কুন্তী

আমিও ভুলিনি সেই মুহূর্ত
যখন তুমি সিংহের মতো প্রবেশ করলে মণ্ডপে,
আর চারদিকে গুঞ্জন উঠলো — 'কর্ণ, ইনি কর্ণ।'
আমি দেখছি তোমার দৃপ্ত সবল পদক্ষেপ, তোমার গরীয়ান
মুখশ্রী ;
আমি ঈর্ষা করছি সূতপত্নী রাধাকে, যার বক্ষে তুমি দীর্ঘাকার ;
আমি ধন্য মানছি নিজেকে, যেহেতু আমি তোমার উৎসমুখ —
আমার দৃষ্টি হলো নন্দিত, আমার হৃদয় স্পন্দিত হলো।
আর তারপর দেখি, তুমি আর অর্জুন দাঁড়িয়েছো
মুখোমুখি অস্ত্র হাতে নিয়ে,

দুই নবযুবক — দুজনেই কান্তিমান, শক্তিশালী,
সূর্যদেবের রৌদ্র তোমার মুখে, অর্জুনের মুখে ইন্দ্রনীল ছায়া —
অন্য নারীদের নয়নমোহন সেই দৃশ্য — আর আমার পক্ষে ভীষণ।
ওরা কি অস্ত্রাঘাত করবে পরস্পরকে?
আমাকে দেখতে হবে পুত্রের হাতে পুত্রের রক্তপাত?
কেঁপে উঠলো আমার সর্বাঙ্গ, আমার চক্ষু হ'লো বাষ্পাকুল,
আমি মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম।

কর্ণ

কিন্তু তবু আপনি নীরব ছিলেন, রাজপত্নী।
একমাত্র মা জানেন সন্তানের মাতা কে,
একমাত্র মা জানেন সন্তানের পিতা কে।
কিন্তু আপনি নীরব ছিলেন।

কুন্তী

এখনও সময় আসেনি, কর্ণ।
আমার দুই পুত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধেনি, ভালো —
সেইটুকুই তখন ভাগ্য ব'লে মেনেছিলাম।

কর্ণ

ব্যাহত — বাধাপ্রাপ্ত — তবু কি নিশ্চিত নয়, অনিবার্য নয়
আপনার দুই পুত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ?

কুন্তী

সম্ভব নিশ্চয়ই, কিন্তু অনিবার্য নয়।
আমি ক্ষত্রনারী, তবু কী ক'রে সহ্য করি এই চিন্তা —
আমার দুই পুত্র হবে পরস্পরের শত্রু
অকারণে — অজ্ঞতাবশত — দুই অভিশপ্ত দানবের মতো?

আমারই ত্রুটি। তার সংশোধন আমি চাই এখন।
তুমি আমার সহায় হও, কর্ণ।
আমাকে ভাবতে দাও, বলতে দাও, বুঝতে দাও
যে অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠিরের মতোই –
কর্ণ, তুমি আমার, তুমি আমার।

[কুন্তী আবার এগিয়ে এলেন কর্ণের দিকে। কর্ণ পিছনে সরে গেলেন।]

কর্ণ

(নিস্তাপ স্বরে)

ক্ষমা করবেন। আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার ব'লে ভাবি না।
আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর-কিছু নয়।

[দুই বৃদ্ধ অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা একটা কথা বলতে পারি কি?
কুন্তী এক আশ্চর্য বার্তা শোনালেন — কিন্তু আশ্চর্য নয়;
মহাবল কর্ণের পক্ষে যোগ্য এই জন্মকথা।
কর্ণ, শুনুন।
কুন্তী দেবী সত্য বলেছেন, ধর্মত পাণ্ডু আপনার পিতা,
আপনি কুন্তীর কানীন পুত্র, তাই পাণ্ডুর আত্মজ ব'লে গণ্য —
শাস্ত্রে তা-ই বলে।
আপনি তো জানেন যাঁরা পঞ্চপাণ্ডব নামে বিশ্রুত
তাঁরাও পাণ্ডুর ঔরসজাত নন।

আপনি তাঁদের পরমাত্মীয়, তাঁরা আপনার স্বভাববন্ধু,
আপনি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হোন,
আমার মনে হয় দেবগণের তা-ই অভিপ্রায়।

কর্ণ

আমি শাস্ত্র মানি না : আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।
যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।
যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।

কুন্তী

জ্ঞানীর মতো কথা বলেছো, কর্ণ, কিন্তু মনুবংশের এই ভ্রাতৃত্ব
কেউ-কেউ সশ্রদ্ধভাবে মেনে নেয়, অনেকে লঙ্ঘন করে সদর্পে।
কর্ণ, তোমার নিয়তি আজ দুই পথে বিভক্ত :
একদিকে পঞ্চপাণ্ডব, তাঁদের পুত্রেরা ও সুহৃদবর্গ,
সকলেই সচ্চরিত্র, নিষ্কলুষ।
অন্য দিকে শকুনির শাঠ্য, দুঃশাসনের হিংস্রতা,
আর পরস্বাপহারী পাপিষ্ঠ দুর্যোধন।
আজ তোমাকে বেছে নিতে হবে :
ধর্ম, অথবা অধর্ম—সত্য, অথবা ব্যভিচার।

কর্ণ

দুর্যোধন আতিথ্য দিয়েছেন আমাকে—আমার ঘোষিত হীন
জন্ম সত্ত্বেও,
আমারও আছে তাঁর প্রতি কর্তব্য—তিনি যেমনই হোন।
আর, আমার জন্মকথা যত না হোক বিস্ময়কর,
রাধা আমার মাতা বলে স্বীকার্য, পিতা অধিরথ—
জগতের কাছে—আমার নিজের কাছেও।
—দেবী, আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য। আপনি ফিরে যান।

দ্বিতীয় বন্ধু

কর্ণ, আপনি অঙ্গদেশের রাজা, কিন্তু আপনাকে কেউ
  রাজা কর্ণ বলে না,
লোকের মুখে আপনার নাম দাতা কর্ণ।
কোনো প্রার্থীকে আপনি ফিরিয়ে দেন না কখনো,
আপনার উদারতায় শত্রুরাও প্রশ্রয় পেয়েছে।
আর সেই আপনি
আজ কুন্তীর মনোবাঞ্ছা কি অপূর্ণ রাখবেন
যাঁর আবেদন যুক্তিযুক্ত — ও মর্মস্পর্শী ?
তিনি আপনার মাতা বলে আমরা পক্ষপাতী নই,
তাঁর বাক্য মঙ্গলজনক বলেই মানি।

কর্ণ

অবজ্ঞায় বেঁচে থাকা দুঃখের। সম্মান সর্বদাই কাম্য।
আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার পাইনি। কিন্তু অর্জন করেছি
দুর্যোধনের কাছে ক্ষত্রিয়ের অধিকার।

কুন্তী

কর্ণ, আমি মানি তুমি বঞ্চিত ছিলে এতদিন
যেমন আমিও ছিলাম পুত্রবতী হয়েও পুত্রহীনা।
কিন্তু ক্ষতিপূরণ সম্ভব, পুনরুদ্ধার সম্ভব,
বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন মধুর।
কর্ণ, ফিরে এসো। এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের স্বরাজ্যে,
এসো তোমার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যে, সিংহাসনে :
যেখানে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির,
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন,
নিত্য তোমার অনুগামী হবেন অর্জুন,

আর ষষ্ঠ কালে, আমার অনুমতি নিয়ে, রত্নে মালো
  ভূষিত হ'য়ে
তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন দ্রৌপদী।

কর্ণ

দ্রৌপদী! ঐ নয় আমার পক্ষে যন্ত্রণা!
যন্ত্রণা সেই স্মৃতি, যেদিন দ্রুপদকন্যার স্বয়ংবরসভা থেকে
অনেক রাজা ও রাজপুত্রের বিদ্রূপে যেন বাণবিদ্ধ,
আমাকে বেরিয়ে আসতে হ'লো নতমুখে, নিঃশব্দে —
বিনা বিচারে অবমানিত, বিনা পরীক্ষায় ব্যর্থকাম —
এই আমি, যাকে আপনি আজ বলছেন আপনার
  প্রথম সন্তান!

কুন্তী

পুত্র, আমি বুঝি তোমার বেদনা।
আমি জানি, স্বয়ংবরসভায় ভ্রষ্ট হ'তো না তোমার বাণ,
জানি, তুমি দ্রৌপদীর যোগ্য ছিলে, যথার্থ যোগ্যতম।
তাই বলি, চলো আমার সঙ্গে; গ্রহণ করো তোমার
  কাঙ্ক্ষিতা নারীকে;
পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী পাঞ্চালী ধর্মত তোমারও ভার্যা।

কর্ণ

'ধর্মত'! 'ধর্মত'! আর শুনতে চাই না 'ধর্মত'।
আমি চেয়েছিলাম জয় করতে দ্রৌপদীকে — নিজের জন্য —
  একান্তভাবে —
কিন্তু পারিনি — আমার শক্তির অভাবে নয়, আপনার ধর্ম
  সুপ্ত ছিলো ব'লে।

প্রথম পার্থ

আর আজ আমাকে ষষ্ঠাংশে তার পতি হ'তে বলছেন?
—না!
আমার কাম্য নয় কোনো নারী—কোনো রাজত্ব—
যা বিনা চেষ্টায় জন্মসূত্রে প্রাপণীয়,
আমার গ্রাহ্য নয় অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার।
পাঞ্চালী সুখে থাকুন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি ফিরে যান।

প্রথম বৃদ্ধ

রাজত্বে আপনি লুব্ধ নন, কর্ণ, ভোগে আপনি নিস্পৃহ,
আমরা আপনাকে সাধুবাদ জানাই।
কিন্তু সেই সঙ্গে মিনতি ক'রে বলি—
কুন্তীকে আপনি বিমুখ করবেন না।
যদি সত্য হয় আপনার 'দাতা কর্ণ' পদবি,
সত্য হয় দরিদ্রের প্রতি আপনার দয়া,
অন্তত যোগ দিন ভীষ্ম, বিদুর, কৃষ্ণের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায়,
এমন উপায় করুন যাতে যুদ্ধ না হয়,
এমন উপায় করুন যাতে নষ্ট না হয় শান্তি।

কুন্তী

(ঈষৎ তীব্র স্বরে)

আপনি ব্রাহ্মণোচিত বাক্য বলেছেন, কিন্তু পারবেন কি
দুর্যোধনের ঈর্ষানল নিবিয়ে দিতে
যোগবলে বা মন্ত্রবলে?
দুর্মদ সে, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি দেবে না।
তবে কি শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চপাণ্ডবকে
ভিক্ষান্ন খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল?

প্রথম পার্থ

যুদ্ধ ভালো নয়, যুদ্ধ ভালো : দুটোই সমান সত্য,
স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে।
অহিংসা উত্তম ধর্ম, যদি সকলেই তা মেনে চলে — নচেৎ নয়।

কিন্তু আমার ভয়, আমার ভয়
যদি যুদ্ধ হয়
ফলাফল তার যা-ই হোক,
যদি রাজলক্ষ্মীকে পাণ্ডবেরাই জয় করেন—
তবু হয়তো হত্যা
ভ্রাতার হাতে ভ্রাতার—
দুই সহোদর, আমার দুই পুত্র
মুখোমুখি, অস্ত্র হাতে নিয়ে,
দুরন্ত সংগ্রাম, বীভৎস হত্যা,
আমার পক্ষে ভীষণ— আর্তিময়—মর্মান্তিক।

কর্ণ

(কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে)

'ভীষণ' — 'আর্তিময়' — 'মর্মান্তিক'?
— দেবী কুন্তী, আপনি কি শুনতে পান না আপনার ধমনীর মধ্যে
ক্ষত্রশোণিতের প্রতিবাদ?
আপনার জয়ধ্বজ পূর্বপুরুষের প্রতিবাদ?
আপনি কি নন তেমনি এক অসামান্যা
যিনি পুত্রকে দেখতে চান রণক্ষেত্রে রক্তাক্ত,
যিনি চান বীর পুত্রের যথাযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—
যথাযোগ্য, সমকক্ষ—যেমন কর্ণ আর অর্জুন?

আর যুদ্ধের পরে কখনো যদি আপনি মনে-মনে বলেন
'বীর কর্ণের জননী আমি—'
সেই আমার সার্থকতা, জানবেন।

কুন্তী

তুমি আমাকে উপেক্ষা করলে, কর্ণ, আমি যাই।
যাবার আগে একটি কথা শুধু :
সম্ভব কি নয়, সব সত্ত্বেও সম্ভব কি নয়
যুদ্ধের পরে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি
তোমার পঞ্চভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে—সানন্দে?
যদি রাজ্য নিতে না চাও, নিয়ো না,
ইচ্ছে না হয় গ্রহণ কোরো না পাঞ্চালীকে,
কিন্তু আমি, তোমার অনুতপ্তা মাতা—
শুধু রাজ্ঞী নই, শুধু নেত্রী নই, এক নারী—
আমার সান্ত্বনার জন্য তুমি কি ফিরতে পারবে না?

কর্ণ

(ক্ষণকাল পরে, সস্নেহ সুরে)

মা, আর কথা বোলো না। আমাকে অম্লান মনে বিদায় দাও।
জেনো, তুমি অপরাধী নও আমার কাছে,
জেনো, আমার কোনো দুঃখ নেই।
আমার সুন্দর স্বপ্ন হ'য়ে থাকবে তুমি,
যতদিন এই দেহে আছে নিশ্বাস।

কুন্তী

স্বপ্ন, কর্ণ? শুধু স্বপ্ন?

কর্ণ

আর কয়েকটা দিন, কয়েক বৎসর—
তারপর আমরা,
কুন্তী, কর্ণ, অর্জুন—
আমরা হ'য়ে যাবো
মেঘাচ্ছন্ন উষার মতো ধূসর
এক স্বপ্ন,
তন্দ্রার ঘোরে অর্ধশ্রুত কোনো ধ্বনির মতো
এক মর্মর--
সেই সব অন্য লোকেদের মনের মধ্যে,
যারা এখনো জন্ম নেয়নি।

(এগিয়ে এসে, কুন্তীকে আলিঙ্গন ক'রে)

মা, এসো আমরা সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করি,
তুমি তোমার স্বস্থানে, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে,
আর আমি, আমার নির্জনতায়।

কুন্তী

(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

জানি না তোকে আবার দেখবো কিনা। জানি না আমাদের ভবিতব্য কী।

[কুন্তী ধীর চরণে বেরিয়ে গেলেন। কর্ণ আবার ধ্যানমগ্ন।]

প্রথম পর্ব

প্রথম বৃদ্ধ

ছায়া দীর্ঘতর,
রৌদ্রে লাগে অপরাহ্নের হলুদ
এখনো মীমাংসা হলো না।
কুন্তী আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে গেছেন,
নইলে আমি এই বৃদ্ধ চরণে যতদূর সম্ভব সত্বর
ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলতাম, কর্ণ আপনার সহোদর, আপনার অগ্রজ।
বার্তা শুনে ধর্মরাজ এসে পায়ে পড়তেন কর্ণের,
অর্জুন নম্র হতেন ক্ষমাপ্রার্থনায়,
দুর্যোধনের বুকে লাগতো ত্রাস
সব সুখের হতো।
কুন্তী কি বলবেন যুধিষ্ঠিরকে? কর্ণের মন কি টলবে?
এখনো কিছু ঘটতে পারে না, যাতে কুরুকুল রক্ষা পায়?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কে যেন আসছেন এদিকে
মন্থর পায়ে, সতর্ক ভাবে, রাজপথ ছেড়ে বনপথের মধ্য দিয়ে,
নীলবসনা, শ্যামাঙ্গী কান্তিময়ী।
আমার দৃষ্টি এখন ক্ষীণ, কিন্তু বাতাসে পাচ্ছি সুঘ্রাণ।
কে হতে পারেন এই পদ্মগন্ধা নারী -- একজন ছাড়া?
একজন ছাড়া আর কে আছেন
এমন চিত্তহারিণী, যাঁকে দেখলে
ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধেরও বুক কেঁপে ওঠে, অঙ্গনারাও নিষ্পলকে তাকান?

প্রথম পার্থ

প্রথম বন্ধু

আমি দেখতে পাচ্ছি সেই অলোকলক্ষণাকে —
কৃশা নন, স্থূলাঙ্গী নন, নন অতিকৃষ্ণা বা রক্তবর্ণা,
তেজস্বিনী সুভাষিণী রমণীরত্ন,
যাঁকে অর্জন করেছিলেন অর্জুন, আর ধর্মরাজ পণ রেখেছিলেন —
সেই আমাদের দুঃখের আরম্ভ।

দ্বিতীয় বন্ধু

কিন্তু এর অর্থ কী? যাজ্ঞসেনী কেন এখানে?

প্রথম বন্ধু

অপেক্ষা করা যাক। হয়তো তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

[দ্রৌপদীর প্রবেশ।]

দ্রৌপদী

বন্ধুরা, আমি শুনেছি কর্ণ এখানে উপস্থিত। তা কি সত্য?

প্রথম বন্ধু

মনস্বিনী পাঞ্চালী, আপনি যথাস্থানে এসেছেন।

দ্রৌপদী

আপনারা দেখেছেন তাঁকে? তিনি একা আছেন, না সঙ্গীপরিবৃত?

দ্বিতীয় বন্ধু

এ-মুহূর্তে একা। আপনি কি তাঁর সাক্ষাৎ চান?

দ্রৌপদী

আপনাদের মুখে বিস্ময় দেখতে পাচ্ছি,
আমারও মন দুই খণ্ডে বিভক্ত।
পথের মধ্যে অনেকবার আমার পা থেমে গেছে—
অনেক বাধা, অনেক দ্বিধা।
কখনো ভেবেছি ফিরে যাই। কখনো ভেবেছি অনুচিত এই যাত্রা।
কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী নই। আমি আস্থা রাখি চেষ্টায়।
তবু কুণ্ঠা কাটানো সহজ নয় আমার পক্ষে,
কেননা কর্ণকে
আমি আগে দু'বার মাত্র চোখে দেখেছি,
অথচ অদ্ভুতভাবে তিনি আমার পরিচিত।
আমার শত্রুদের তিনি সুহৃদ, আমি তাঁর বৈরীপত্নী—
সম্পর্কটা সুখের নয়।
শুনেছি তিনি মহানুভব, কিন্তু আমি তাঁকে ঘৃণা বলে জানি।
এখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করি : আপনাদের কী ধারণা?
কর্ণ কি ক্রূরমতি দুঃশীল? না কি আপনারা তাঁকে শ্রদ্ধেয় বলেন?

প্রথম বৃদ্ধ

দীনেরা তাঁর ভক্ত, আর্তের তিনি বন্ধু।

দ্রৌপদী

(তীব্র স্বরে)

কিন্তু আপনারা কি শোনেননি যে দ্যূতসভায়
আমার সেই অকথ্য, অকল্পনীয় অপমানের মুহূর্তে
আমার ক্রন্দনময় বিলাপ শুনে কর্ণ

হেসে উঠে বলেছিলো, 'যে-নারীকে পঞ্চস্বামীও রক্ষা করতে
 পারে না,
সে দাসী ছাড়া আর কী?'

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

দ্রুপদকন্যা, যদি অপরাধ না নেন বলি,
অন্য এক কাহিনীও আমরা শুনেছি।
আপনার স্বয়ংবরসভায় কর্ণের
প্রত্যাখ্যান। যজ্ঞভূমি থেকে কুক্কুরের মতো
প্রত্যাখ্যান। অযোগ্য ব'লে নয়, অন্ত্যজ ব'লে।
অন্যায় থেকে অন্যায়ের জন্ম — অপ্রত্যাশিত নয়।

দ্রৌপদী

(তীব্র স্বরে)

আপনারা ব্রাহ্মণ হ'য়ে বলবেন যে রাজকন্যার
প্রার্থী হতে পারে কোনো সূতপুত্র!

প্রথম বৃদ্ধ

কত অদ্ভুত জন্ম হয়, পাণ্ডবজায়া :
আপনার যেমন যজ্ঞাগ্নি থেকে,
যেমন শরবনে দেবসেনাপতির।
তেমনি হয়তো —

[দ্বিতীয় বৃদ্ধ ইঙ্গিত করলেন। প্রথম বৃদ্ধ কথা শেষ করলেন না।]

দ্রৌপদী

মনে হয় আরো কিছু বক্তব্য ছিলো আপনার?

প্রথম পার্থ

প্রথম বন্ধু

আমার বক্তব্য সরল।
বর্ণভেদ যদি ব্রহ্মার বিধান,
দ্রোণ তবু ক্ষত্রিয়, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ।
কর্ণের বংশপরিচয় যা-ই হোক, ব্যবহারে তিনি বীর।

দ্রৌপদী

কর্ণের হীনজন্ম প্রমাণ হ'য়ে গেছে দ্যূতসভায়
দুর্বিনীত ধনুর্ধর ক্ষত্রিয়ের পদবাচ্য নয়।

দ্বিতীয় বন্ধু

কিন্তু দ্যূতসভায় আপনাকে যাঁরা নির্যাতন করেন
তাঁরা ধার্তরাষ্ট্র, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। আর সেই দৃশ্য দেখে
আচার্য দ্রোণ ছিলেন নিঃশব্দ। ধৃতরাষ্ট্র নতমুখে নিঃশব্দ।
আর মহাত্মা ভীষ্ম বলেছিলেন, ধর্মের গতি সূক্ষ্ম!
কারো মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি। তা-ই শুনেছি আমরা।

দ্রৌপদী

তাঁরা নিঃশব্দ ছিলেন বেদনায়। কর্ণ নির্লজ্জের মতো হেসেছিলো।

প্রথম বন্ধু

জনশ্রুতি এই : ভীমসেন স্বয়ং
দুঃশাসনের বক্ষ দীর্ণ করতে চেয়েছিলেন।
এ যদি সত্য হয়, কর্ণ কেন দুষ্য?
দেবী, মানুষের মনোভাব অনেক, প্রকাশভঙ্গি স্বল্প।
হয়তো আপনার সেই আর্তির মুহূর্তে
যখন পাণ্ডবেরা ছিলেন পুত্তলির মতো নিস্পন্দ,

আর প্রাচীনেরা বাক্‌শক্তিরহিত,
তখন কর্ণই প্রথম
ধিক্কারে উন্মুখর হয়েছিলেন।

দ্রৌপদী

কাকে ধিক্কার? আমার প্রতারিত পঞ্চস্বামীকে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কে জানে কর্ণের উক্তির উৎস কী ছিলো,
আক্রোশ, না বেদনা—ঈর্ষা, না মনস্তাপ।

প্রথম বৃদ্ধ

পাঞ্চালী, আমার নিবেদন শুনুন।
নির্দোষ কোনো মানুষ নেই জগতে,
মানবরূপী দেবতারও আছে কলঙ্কচিহ্ন।
বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র
অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলেন বালীকে।
স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র
অহল্যাকে ধর্ষণ ক'রে অভিশপ্ত হন।
আমরা তাঁকেই শ্রদ্ধেয় বলি, যাঁর স্খলন স্বল্প, সদ্‌গুণ প্রচুর।

দ্রৌপদী

কিন্তু এখনো—
পাণ্ডবের পণরক্ষার পরে
বনবাস, অজ্ঞাতবাসের পরে
যুধিষ্ঠিরের পঞ্চগ্রামপ্রার্থনার পরে
এখনো যিনি দুর্যোধনের মিত্র, তিনি কি সজ্জন হ'তে পারেন?

প্রথম পার্থ

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

যারা সংকটকালে বিদ্রোহ করে, তারা কি ভালো?
হয়তো রাবণভ্রাতা বিভীষণের উত্তরে
ইতিহাসে কর্ণ থাকবেন দৃষ্টান্ত।

দ্রৌপদী

আমারও তাই আশংকা।

প্রথম বৃদ্ধ

(ক্ষণকাল পরে)

আপনার শঙ্কার কারণ--

যুদ্ধ?

দ্রৌপদী

আশঙ্কার একটিমাত্র কারণ হ'তে পারে:
পাণ্ডবের পরাজয়। তা কি সম্ভব?
আমি জানি দুর্যোধনের মিত্রেরাও তাঁর অমিত্র।
ভীষ্ম দ্রোণ যুদ্ধ করবেন কৌরবপক্ষে,
কিন্তু শুধু বাহুবলে, অস্ত্রবলে - মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়ে নয়।
তাঁরা ধর্মের পক্ষপাতী, অতএব পাণ্ডবের।
শুনেছি শল্য যোগ দেবেন কৌরবপক্ষে --
মনে হয় খেলাচ্ছলে, কেননা তিনি সতী মাদ্রীর
সহোদর, পাণ্ডবের বিনাশ তাঁর কাম্য হ'তে পারে না।
শুধু কর্ণ আছেন পাণ্ডবের প্রতিশ্রুত শত্রু,
এবং পরাক্রান্ত — শুধু তিনি সর্বান্তঃকরণে
যুদ্ধ করবেন; শুধু তিনি সম্ভবপর বাধা

আমাদের সিন্ধর। তাকে আমার ভয়। আর তাই
আমি এসেছি তাকে একটি পরামর্শ দিতে
যাতে তার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু হস্তিনাপুর
ফিরে পাবে স্বাস্থ্য, জয় হবে সত্যের।
আপনারা বিদ্বান, বিচার ক'রে বলুন--
আমি কি সাক্ষাৎ করবো কর্ণের সঙ্গে, না কি তা অনুচিত হবে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

যদি আপনার অভীষ্ট এই রাষ্ট্রের কল্যাণ
যদি দ্বন্দ্বের সমাধান আপনার উদ্দেশ্য,
তাহ'লে জানবেন লোকাচার তুচ্ছ, সংকোচ অনর্থক

দ্রৌপদী

আপনাদের কথায় আমি উৎসাহ পেলাম আমার চেষ্টায়।
আমি তাহ'লে এগিয়ে যাই। আপনারা অন্তরালে যান।

[বৃদ্ধেরা অন্তরালে প্রস্থান করেন। পূর্ণ আলোয় উপবিষ্ট
কর্ণকে দেখা গেলো। দ্রৌপদী এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে।]

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে ডেকে)

কর্ণ!... কর্ণ!

কর্ণ

(মুখ তুলে তাকিয়ে, বিমূঢ়ভাবে)

তুমি... পাঞ্চালী?

দ্রৌপদী

তোমার বিস্ময়ে আমি বিস্মিত নই, কর্ণ,
কেননা লোকে জানে আমি তোমার শত্রু।

(ক্ষণকাল পরে)

হয়তো তুমিও তা-ই ভাবো।

কর্ণ

(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, যেন আপন মনে)

দ্রুপদকন্যা!—
যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রি বিনিদ্র রেখেছিলো,
দিনের পর দিন অশান্ত,
অপমানে দগ্ধ, প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির,
আর আকাঙ্ক্ষায়—আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল :
নষ্ট আশা,
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি,
আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন—
ভাবিনি সেই তোমাকে আবার চোখে দেখবো।

দ্রৌপদী

(সহজ সুরে)

হঠাৎ ইচ্ছে হ'লো তোমাকে আবার দেখি।

কর্ণ

তোমার ইচ্ছে হ'লো?

দ্রৌপদী

(চারদিকে তাকিয়ে, কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে)

স্নিগ্ধ ছায়া, রৌদ্র কোমল হ'য়ে আসে।
সুন্দর এই বনভূমি।
মাঝে-মাঝে গুঞ্জন — পতঙ্গের,
মাঝে মাঝে মর্মর — পল্লবের।
তাছাড়া আর শব্দ নেই।
সম্ভব নয় কি, কর্ণ, সম্ভব নয় কি
এখানে, এই আকাশের তলে, নির্জনতায়
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরীপক্ষী,
আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ:
সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়?

কর্ণ

মধুময় তোমার বাক্য, দ্রৌপদী। কিন্তু দুঃখ এই —
শুধু বনভূমি দিয়ে রচিত নয় পৃথিবী,
শুধু পতঙ্গের গুঞ্জন দিয়ে নয়,
পল্লবের মর্মর দিয়ে নয়।
আছে রাজধানী। প্রাসাদ। আছেন রাজন্যেরা।
আছে চক্রান্ত, সংঘর্ষ, অস্ত্রের ঝঞ্জনা।
মানুষ ভ'রে তোলে তার জগৎ
কর্মের গর্জন, ঘটনার কলরোল দিয়ে।
নিজেকে সময় দেয় না স্তব্ধতার জন্য,
সময় দেয় না হৃদয়কে তার কথা বলতে।

দ্রৌপদী

সেইজন্যই, কর্ণ, সেইজন্যই।
যেহেতু সময় এত অল্প,
যেহেতু সময় আর নেই।

(ক্ষণকাল পরে)

কর্ণ, মন্ত্রণাসভা বিফল হ'লো। এবার যুদ্ধ আসন্ন—
অনিবার্য। ··· কিছু বলছো না?

কর্ণ

যদি অনিবার্য হয়, মন্তব্য অবান্তর।

দ্রৌপদী

তেরো বছর ধ'রে, তেরো বছর ধ'রে
আমি ছিলাম এই দিনের অপেক্ষায়।
অহর্নিশ লালন করেছি ইচ্ছা :
দুর্যোধনের উরু চূর্ণ হবে, দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন হবে—
আমার আনন্দ!
মনে-মনে বলেছি : হে যুদ্ধ, হে পাপনাশন, ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
দেখা দাও! উদিত হও, রক্তবর্ণ উদ্ধার!
কিন্তু আজ
যুদ্ধের পূর্বক্ষণে, এই ভঙ্গুর স্তব্ধতার মুহূর্তে
আমার মনে সংশয়।

কর্ণ

সংশয় কেন?

পাছে পাণ্ডবের পরাজয় ঘটে?

দ্রৌপদী

কৃষ্ণ বলেছেন পাণ্ডবের জয়
নিশ্চিত। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।
কিন্তু এখন দেখছি যুদ্ধের আয়োজন
আমার ইচ্ছাকে বহু দূরে ছাড়িয়ে এলো।
দুঃশাসনের বাহু ছিন্ন, দুর্যোধনের ঊরু চূর্ণ -- কিন্তু শুধু তা-ই নয়।
আরো হবে, আরো অনেক -- যা আমি চাইনি, এখনো চাই না।
আরো অনেক হত্যা, আরো অনেক মৃত্যু- হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা
পুনরাবৃত্ত। বলি হবে সজ্জনেরাও, বালকেরাও
সসৈন্যে ও সশস্ত্রে
দূর-দূরান্ত থেকে রাজন্যেরা এসেছেন
রক্তাক্ত এই উৎসবে যোগ দিতে -- ক্ষুদ্র কোনো উচ্চাশাপূরণের জন্য,
কিংবা যেহেতু — রাজা তাঁরা -- বংশপরম্পর
যুদ্ধকে কৃত্য ব'লে মেনেছেন — চিন্তাহীনভাবে।
এখন আমার মনে প্রশ্ন এই, কর্ণ --

(ক্ষণকাল পরে, অন্তরঙ্গ সুরে)

তুমি কুরুবংশের কেউ নও, কোনো রাজবংশের কেউ নও,
এই যুদ্ধে তোমার স্থান কোথায়?

কর্ণ

(সহাস্যে)

আমার মর্মকথা তুমি প্রকাশ করলে, পাঞ্চালী।

আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে : আমি কে?
পাণ্ডব নই, কৌরব নই—
অনাত্মীয় এক আগন্তুক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র,
নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।
এক অনাহূত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট—
যা হয়তো আমারই ভুলে, যেহেতু
আমি নিয়েছিলাম যোদ্ধার বৃত্তি—সূতপুত্র হ'য়েও।
চেয়েছিলাম
অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে
কোনো-একদিন কোনো-এক স্বয়ংবরসভায়।

দ্রৌপদী

(ঠোঁটের কোণে হেসে)

অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী—অথচ মাঝে-মাঝে অদ্ভুতভাবে
তোমাকে অর্জুনেরই আত্মীয় ব'লে মনে হয়।

কর্ণ

(সতর্কভাবে)

একটা নতুন কথা শোনালে তুমি, পাঞ্চালী!

দ্রৌপদী

এ-কথা কেউ আগে তোমাকে বলেনি?
তোমার হাসিতে, হাতের ভঙ্গিতে,

কখনো তোমার কণ্ঠস্বরে, ওষ্ঠরেখায়—
স্পষ্ট নয়, কিন্তু আচম্বিতে ধরা পড়ে সাদৃশ্য,
যেন দুই ভাই তুমি আর অর্জুন।

কর্ণ

(চমকে উঠে, কিন্তু মনের ভাব গোপন ক'রে)

তোমার কল্পনাশক্তি প্রখর—
সূতপুত্রের সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রের সাদৃশ্য!

দ্রৌপদী

(চাটুবাক্যের ধরনে, কিন্তু সতর্কভাবে)

কিন্তু হয়তো কিছু আছে, যা বংশ দিয়ে বিচার্য নয়—
স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক কোনো কৌলীন্য?
আমি আজ তা-ই দেখছি তোমার মধ্যে। সত্যি বলতে,
তোমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।
এর আগে, স্বয়ংবরসভায়, তুমি যখন ধনুক তুলে দাঁড়ালে
আমি দেখেছিলাম শুধু এক ঝলক উজ্জ্বলতা,
এক দীপ্ত পুরুষের আভাসমাত্র,
কেননা তখনই পুরোহিত আমার কানে-কানে বললেন :
'ইনি সূতপুত্র, তোমার বরণীয় নন।'
আমি নামিয়ে নিলাম চক্ষু, বুঝলাম তুমি ফিরে যাচ্ছো,
তুমি যখন দ্বারপথে, আমার দৃষ্টি তোমার দিকে ছুটে গেলো,
সেই মুহূর্তে তুমি নিষ্ক্রান্ত হ'লে।
—কর্ণ, দীর্ঘশ্বাস কেন?

কর্ণ

ভালো নয়, পাঞ্চালী,
ভালো নয় নতুন ক'রে বেদনা জাগানো,
নতুন ক'রে সেই জ্বালা,
সেই প্রতিকারহীন অবিচার!
দ্রুপদকন্যা, ফিরে যাও।
তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ,
তোমার ললিত কণ্ঠ আমার পক্ষে উৎপীড়ন।

দ্রৌপদী

এখনো জ্বালা — এতদিন পরেও?
দ্যূতসভায় তোমার প্রতিশোধ কি পূর্ণ হয়নি?

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তোমার মনে আছে? তোমার মনে আছে?
দ্যূতসভায় আমি কী বলেছিলাম? কী করেছিলাম?

দ্রৌপদী

(সতর্কভাবে)

আমি ছিলাম আর্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। তোমাকে লক্ষ করিনি।

কর্ণ

আমারও স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে:
হঠাৎ তোমাকে সভাস্থলে দেখতে পেলাম —

চোখে তোমার অশ্রুর বন্যা, চোখে তোমার রোষাগ্নি,
বিস্রস্ত কেশ, বিশৃঙ্খল বসন,
লজ্জায় তুমি উজ্জ্বলতর, অপমানে দেদীপ্যমান,
লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সুন্দর,
ঝঞ্ঝাহত তরণীর মতো অশান্ত,
এক আশ্চর্য, অরুন্তুদ উন্মোচন,
এক অবিশ্বাস্য চিত্তমন্থন আবির্ভাব।
আর সেই মুহূর্তে
আমারও শোণিত হ'লো প্রজ্বলন্ত,
আমার মস্তক যেন দীর্ণ, আমার চিন্তায় অন্ধকার,
আমার স্নায়ুতন্ত্রে কম্পমান উন্মাদনা--
কামনা, ক্রোধ, দুঃখ — সব একসঙ্গে,
বিশাল কামনা, সীমাহীন দুঃখ — একসঙ্গে;
আর তারপর — ঠিক মনে পড়ে না।
আমি কি হেসে উঠেছিলাম — যেন মদিরায় মত্ত?
উদ্গীর্ণ করেছিলাম — কোনো বাক্যে — আমার ন্যক্কার?
শুধু এটুকু জানি: আমার সেই অন্ধ উচ্ছ্বাসের
অর্থ কেউ বোঝেনি।

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে, কূটভাবে)

থাক, কর্ণ। অতীত আর আলোচ্য নয় এখন,
কেননা সব তর্কের মীমাংসা হবে
যুদ্ধে। তবু, তোমার কাছে একটি জিজ্ঞাসা আমার:
ঐ যাকে অবিচার বললে তুমি,

তার দৃষ্টান্ত
শুধু কি আমার স্বয়ংবরসভা?
তুমি দুর্যোধনকে বলো তোমার সুহৃদ। কিন্তু তার কাছে
কী পেয়েছো তুমি: একমুঠো রাজত্ব?
কিন্তু তোমার ঐ অঙ্গরাজ পদবি—
তা কি নয় অন্তঃসারহীন অভিধামাত্র?
ক্ষমতা সব দুর্যোধনের, কর্তৃত্ব সব দুর্যোধনের,
তুমি শুধু ব্যবহার্য তার—যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর।
বীর তুমি : এই কি তোমার যথাযোগ্য সম্মান?

কর্ণ
(ঈষৎ হেসে)

তোমার যুক্তি আমি মানতে বাধ্য।
কেউ আমাকে রাজা কর্ণ পর্যন্ত বলে না।

দ্রৌপদী
(উৎসাহিত, তবু সতর্ক)

তুমি কি ভাবো—
সম্ভব নয়, বিশ্বাস্য নয়, তবু ধরা যাক দৈবাৎ
যদি কৌরবপক্ষ জয়ী হয় যুদ্ধে—তুমি অংশ পাবে
রাজত্বের?

কর্ণ
(ঈষৎ হেসে)

ভরতবংশে যার জন্ম নয়, সে পাবে রাজত্বের অংশ!

দ্রৌপদী

(তীক্ষ্ণ চোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে)

তুমি মানো এই যুদ্ধে কোনো অংশ নেই তোমার?
যে-পক্ষেরই জয় হোক, তোমার কিছু এসে যায় না?

কর্ণ

আবার আমার মর্মকথা তোমার মুখে শুনলাম।

দ্রৌপদী

(ক্ষণকাল পরে, রুষ্টভাবে)

আমি জানি তোমার অধর্ম হবে
দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যদি যাও কখনো।
রাবণভ্রাতা বিভীষণকে আমি প্রবঞ্চক বলি।
কিন্তু আছে এক অন্য পথ, তৃতীয় পথ :
সপক্ষে নয়, বিপক্ষে নয়—বিবিক্ত।
ত্যাগ নয়, অত্যাগ নয়—নির্লিপ্ত।
তোমার রাজ্য কেউ হরণ করেনি, কর্ণ,
কোনো রাজ্য তোমার প্রাপ্য হবে না,
তুমি নও কোনো জ্ঞাতি বা কুটুম্ব।
কেউ পারবে না তোমাকে দোষ দিতে, যদি নিরপেক্ষ থাকো।
আমার বিশ্বাস, শাস্ত্র তোমাকে সমর্থন করবে।

কর্ণ

(বাঁকা হেসে)

দেখছি তুমি কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাসী নও,
পান্ডবের জয়ে তুমি সন্দিহান।

দ্রৌপদী

অন্তত নিশ্চিত জানি
কৌরবপক্ষের নেতৃগণের নিপাত।
আর তাই বলি
যে-যুদ্ধে তোমার কোনো অংশ নেই, স্বার্থ নেই,
তাতে যুক্ত হ'য়ে
তুমি কেন প্রাণ দেবে, কর্ণ?
যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে স্বর্গলাভ হয় ক্ষত্রিয়ের,
কিন্তু তুমি তো জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় নও।

কর্ণ

তোমার বাগ্মিতায় আমি মুগ্ধ, পাঞ্চালী।

দ্রৌপদী

কিন্তু আমার প্রস্তাবে
অসম্মত? তবু, ভেবে দ্যাখো:
যদি তুমি রণস্থলে, অস্ত্র হাতে নিয়ে
পান্ডবের প্রতিপক্ষ হও—
তাহ'লে নিশ্চিত জেনো,
অর্জুন তোমাকে সংহার করবেন, কর্ণ।

প্রথম পার্থ

ঐ তোমার দৃপ্ত শির লুটিয়ে পড়বে রক্তময়
কর্দমে; আর তোমার শক্তিপুঞ্জ শরীর
শয়ান হবে কবন্ধ, বীভৎসভাবে নিশ্চল।
কিন্তু কেন—তাতে কোন তৃপ্তি হবে তোমার আত্মার?
কী সেই মহৎ উদ্দেশ্য, যা সাধন করবে তোমার মৃত্যু?

(ক্ষণকাল পরে)

আমি সত্য বলবো। আমি চাই কৌরবের পতন।
কিন্তু সেইজন্য কর্ণের আত্মাহুতি
আমার মনে হয় নিতান্তই অনর্থক।

কর্ণ

কিন্তু পাণ্ডবের জয় যদি নিশ্চিত,
তাহ'লে কর্ণবধের গৌরব থেকে অর্জুনকে
বঞ্চিত করা কি অন্যায় হবে না?

দ্রৌপদী

তুমি কি তাহ'লে মৃত্যু-পণ করেছো?
এই সুন্দর পৃথিবীতে, এই রৌদ্রালোকে
তুমি কি বাঁচতে চাও না, কর্ণ?
কেউ নেই, যাকে তুমি ভালোবাসো?

কর্ণ

আমি ভালোবাসার কাঙাল নই, দ্রৌপদী,
আমি আয়ুর ভিক্ষুক নই।

দ্রৌপদী

কিন্তু আমি প্রার্থনা করি
তোমার দীর্ঘায়ু। আমি চাই, যুদ্ধের পরে,
যখন আর অন্তরাল হ'য়ে দুর্যোধন থাকবে না,
তোমার সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের মৈত্রী। ভাগ্যদোষে দুঃখ পেয়েছো
তুমি,
তাঁদেরও দুঃখ অগণ্য। অবশেষে হোক
সুখের সমাপ্তি। হোক স্নিগ্ধ তোমার জীবন
সৌহার্দ্যে, দানে, গ্রহণে, প্রীতির বিনিময়ে।
তুমি নিশ্চয়ই জানো,
আমার স্বামীদের যিনি সুহৃদ, আমিও তাঁকে বন্ধু ব'লে মানি।
কর্ণ, আমি তোমার বন্ধুতা চাই।

কর্ণ

(অনেকটা আপন মনে)

আশ্চর্য!
অনেক ধ্বংস, অনেক মৃত্যু, বিপর্যস্ত রাষ্ট্র—
আর তারপর পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে মৈত্রী, দ্রৌপদীর সঙ্গে
বন্ধুতা—

(হঠাৎ থেমে, ক্ষণকাল পরে)

এই অধিরথপুত্র বৈকর্তনের।
পাণ্ডবেরা আমার কে? . . . কেউ নয়।
আমি কি দ্রৌপদীর বন্ধু হ'তে চেয়েছিলাম? . . . শুধু বন্ধু?

(দ্রৌপদীর দিকে ফিরে)

—না!
এই আমার উত্তর, পাঞ্চালী : না!
তুমি জেনো আমি পাণ্ডবের বিপক্ষে আছি প্রতিশ্রুত
আমার সব অস্ত্র নিয়ে, আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত --
দুর্যোধনের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু
তাতেই আমার সার্থকতা।

দ্রৌপদী

এত প্রবল তোমার রণলিপ্সা?

কর্ণ

মহত্তম সেই যুদ্ধ, যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।
আজ পাণ্ডবেরা জয়োৎসুক, কৌরবেরা জয়োৎসুক,
আকাঙ্ক্ষায়, আশঙ্কায় তারা চঞ্চল -
পাঞ্চালী, তুমিও তা-ই।
শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,
শুধু আমি অনাবিলভাবে প্রস্তুত।
তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,
কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু ব'লে ভাবি না—
আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।

দ্রৌপদী

দেখছি তোমার কুখ্যাতি মিথ্যা নয়—
তুমি দাম্ভিক, তুমি স্বেচ্ছাচারী।

প্রথম পার্থ

কর্ণ

(সহাস্যে)

ভাবতে পারিনি, দ্রুপদকন্যা,
আমিও তোমার সেবক হ'তে পারি কোনোদিন—
আর তাও বিনা ত্যাগে, বিনা শ্রমে, শুধু নিশ্চেষ্ট থেকে,
শুধু দিনযাপন, শুধু প্রাণধারণ ক'রে।

দ্রৌপদী

যদি তোমার পক্ষে বর্জনীয় হয় নিজের ইষ্ট,
লোভনীয় হয় আত্মলোপ,
তাহ'লে আর বাক্যব্যয় অনর্থক। আমি যাই।

কর্ণ

পাঞ্চালী, এই প্রথম তুমি আমাকে কিছু বললে,
এই প্রথম কোনো আদেশ করলে আমাকে।
আমার দুর্ভাগ্য, আমি তা পালন করতে পারলাম না।
তবু আমাকে বলতে দাও,
অনেক ভাগ্যে আজ তোমার দেখা পেলাম
যুদ্ধের আগে, শান্ত সময়ে, রৌদ্রময় আকাশের তলায়।
—যেয়ো না, পাঞ্চালী।
আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো:
আমি দেখি তোমাকে আরো একবার—
ক্ষমতার সংঘর্ষ থেকে দূরে, ছলনার সন্ধান থেকে দূরে—
তোমার চূর্ণালক কাঁপছে যখন বাতাসে,
তোমার বসনে যখন বৃক্ষছায়া চঞ্চল,
তোমার অধর যখন রৌদ্ররেখার স্পৃষ্ট—
যুদ্ধের আগে, গঙ্গার তীরে, শুভ্র, নীল বনভূমির নির্জনতায়।

দ্রৌপদী

সুশ্রাব্য বচন—
যেন রূপমুগ্ধ যুবার,
যার দৃষ্টি নীলিমায় মগ্ন,
যার চিত্তে নির্মল অনুভূতি।
অথচ এর বক্তা
হত্যাকাণ্ডে যোগ দেবার জন্য উন্মাদ।

কর্ণ

(মৃদু হেসে)

তীব্র তোমার তিরস্কার, পাঞ্চালী,
কিন্তু সত্য নেই:
আমি এতদূর পর্যন্ত হত্যায় বিমুখ
যে মৃগপক্ষীকে আঘাত করিনি কখনো,
কখনো খেলাচ্ছলে শরসন্ধান করিনি।
অর্জুনের মতো অস্ত্রচালনায় কোনো কীর্তি নেই আমার,
শুধু কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে - হয়তো ভিত্তিহীন।
আমি তাই চাই — পরীক্ষা।

(ক্ষণকাল নীরবতার পরে)

না, দ্রৌপদী, আমি উন্মাদ নই —
শুধু অপেক্ষমাণ
সেই মহান, নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য,
যার মধ্য দিয়ে, অবশেষে,
আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হতে পারবো নিজের কাছে প্রকাশিত — ও প্রমাণিত।

দ্রৌপদী

অনিবার্য তোমার পতন। আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য।

কর্ণ

পান্ডবপত্নী, বিজয়িনী হও।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান। কর্ণ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন। দুই
বৃদ্ধ পা টিপে-টিপে আলোয় বেরিয়ে এলেন।]

প্রথম বৃদ্ধ

সূর্য আরো পশ্চিমে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

বেলা প'ড়ে এলো।

প্রথম বৃদ্ধ

পাঞ্চালী সুবচন বললেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

পাঞ্চালী যুদ্ধ চান।

প্রথম বৃদ্ধ

কর্ণ সুবচন বললেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কিন্তু কর্ণ অটল।

প্রথম পার্থ

প্রথম বন্ধু

তিনি জয় চান না।' তবু যোগ দেবেন যুদ্ধে।

দ্বিতীয় বন্ধু

যদি যুদ্ধ হয়।

প্রথম বন্ধু

হবেই।

দ্বিতীয় বন্ধু

হবেই ?

প্রথম বন্ধু

পাঞ্চালী তা-ই বললেন না ?

দ্বিতীয় বন্ধু

পাঞ্চালী তা-ই বললেন ?

প্রথম বন্ধু

আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় বন্ধু

কে যেন আসছেন।

প্রথম বন্ধু

কেউ আসছেন ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

মনে হয়, কৃষ্ণ।

প্রথম বৃদ্ধ

কৃষ্ণ? এবার তবে সমাধান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কী-সমাধান?

প্রথম বৃদ্ধ

শুনেছি তিনি সন্ধি চান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

সত্যি?

প্রথম বৃদ্ধ

শুনেছি তিনি অর্জুনের সখা, দুর্যোধনের সহায়।
তাঁর নারায়ণী সেনা পাবেন দুর্যোধন,
আর নিরস্ত্র তিনি হবেন পার্থসারথি—
যদি যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি সন্ধি চান।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

সত্যি?

মনে হয় তিনি দু-পক্ষেই আছেন—
হয়তো কোনো পক্ষেই নেই।
কেউ কি তাঁর মনের কথা জানে?
মনে হয় তিনি ঋজু নন, বক্রস্বভাব।

প্রথম পার্থ

প্রথম বন্ধ

কিন্তু তাঁর মতো সক্ষম কেউ নেই, শুনেছি,
তাঁর মতো মেধাবী কেউ নেই, শুনেছি।
তিনি পারবেন।

দ্বিতীয় বন্ধ

কী পারবেন?

প্রথম বন্ধ

জানি না। হয়তো সবই স্থির হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।

দ্বিতীয় বন্ধ

কৃষ্ণ জানেন?

প্রথম বন্ধ

হয়তো যা হবার তা আগেই হ'য়ে গেছে।
কিন্তু আমরা জানি না।

দ্বিতীয় বন্ধ

কৃষ্ণ জানেন?

প্রথম বন্ধ

তাও জানি না। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় বন্ধু

ঐ এলেন তিনি। দেখা যাক।

[বন্ধেরা অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন। কর্ণ উদ্‌ঘাটিত। কৃষ্ণের প্রবেশ।]

কর্ণ

(অভ্যর্থনার সুরে)

কৃষ্ণ! বহুকাল পরে! এসো।
তোমাকে যেন ক্লান্ত দেখছি?

কৃষ্ণ

তুমি বুদ্ধিমান—
মন্ত্রণাসভায় যোগ দাওনি। কিছু নেই
মন্ত্রণার মতো ক্লান্তিকর। মত, মতান্তর, বাদ, প্রতিবাদ,
ব্যর্থ বিচার, নিষ্ফল বিশ্লেষণ,
ক্ষাত্রধর্ম, ক্ষমাধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
এক বিরাট বন্ধ্য কণ্টকবনে-

(ঈষৎ হেসে)

অন্ধের পদচারণা।

(নিশ্বাস ছেড়ে)

আমি ক্লান্ত হয়েছি কথা শুনে-শুনে, কথা বলে-বলে—
কিন্তু তবু আরো কিছু কথা বলতে চাই,
যদি আমাকে কয়েক মুহূর্ত সময় দাও।

কর্ণ

(সহাস্যে, পরিহাসের সুরে)

বলো।

মৃদু, তীক্ষ্ণ, অপ্রিয়, প্রিয়,
কোপান্বিত, ছিদ্রান্বিত, ছলনাময়,
অম্ল, কটু, তিক্ত, মধুর,
প্রণয়যুক্ত বা উদ্দেশ্যপ্রসূত,
ভাবীগর্ভ বা অন্তঃসারহীন—
তোমার যে-কোনো বাক্য শুনতে আমি উৎসুক।

কৃষ্ণ

আমার বক্তব্য আজ ঋজু। হয়তো এতক্ষণে তোমার অজানাও নেই।

কর্ণ

(তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে)

তাহ'লে তাঁরা তোমারই দূতী—কুন্তী, আর পাঞ্চালী?

কৃষ্ণ

তাহ'লে আমার পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে
তাঁরা তোমার কাছে এসেছিলেন?
আমি বলেছিলাম, 'কর্ণকে
আমি যতদূর জানি, কেউ কখনো পারবে না
তার স্বীয় সংকল্প থেকে একচুল টলাতে,
একতিল হেলাতে,

বা হার্দ্য বচনে ভোলাতে,
বা ন্যায় আর অন্যায়ের অতি সূক্ষ্ম তর্কের মধ্যে
তাঁর চিত্তকে অবশ ক'রে দিতে, অকস্মাৎ।'
তাঁদের যাত্রা নিষ্ফল হবে, বলেছিলাম।

কর্ণ

কিন্তু আমার পক্ষে নিষ্ফল হয়নি, কৃষ্ণ।
আমি দেখলাম তাঁদের—
একজন : আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা—আমার মা।
আর অন্যজন : আমার অস্পৃষ্টা, দূরচারিণী কান্তা।
দুই নারী : আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম।

কৃষ্ণ

কী বললেন তাঁরা?

কর্ণ

'কর্ণ, ফিরে এসো।
ফিরে এসো তোমার মাতৃহৃদয়ের সিংহাসনে।'
'কর্ণ, যুদ্ধ কোরো না। আমি তোমার বন্ধু হ'তে চাই।'

কৃষ্ণ

আর তুমি—উত্তরে?

কর্ণ

সূর্য ডুবে যান সন্ধ্যায়
প্রত্যূষে তিনি আবার নতুন। কিন্তু আমরা
লুপ্ত সময়ে ফিরে যেতে পারি—শুধু কল্পনায়,
কখনো কোনো অপ্রস্তুত মুহূর্তে।

কৃষ্ণ

আমার ধারণা ছিলো, কুন্তীর
আর দ্রৌপদীর বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ।
শিশু চায় মা-কে। কিন্তু দীর্ঘাকার, মহাবাহু কর্ণের
কোন কাজে লাগবেন মাতা?
তরুণেরা খোঁজে বান্ধবী। কিন্তু যৌবন জীবনের চেয়েও অনিত্য,
এমনকি কর্ণের পক্ষেও, পাঞ্চালীর পক্ষেও।

কর্ণ

কিন্তু আমি—
আমি ফিরে পেয়েছিলাম তারুণ্য—তাঁদের দেখে:
যেন বালক—নবযুবক—মাতৃস্নেহলিপ্সু,
নারীর সঙ্গকামনায় চঞ্চল।
আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ—তাঁরা এসেছিলেন।

কৃষ্ণ

তবু—
তোমার বিচারবুদ্ধি স্থির ছিলো নিশ্চয়ই?

কর্ণ

(ক্ষীণ হেসে)

কৃষ্ণ,
আমার গরলপাত্র মধুর হ'য়ে উঠ'লো আজ।
আমি সতৃষ্ণ। বলো, যুদ্ধের
লগ্ন কি স্থির?

প্রথম পার্থ

কৃষ্ণ

(চাপা গলায়)

আগামীকাল, সূর্যোদয়ে

আরম্ভ।

কর্ণ

(মৃদু স্বরে, যেন আপন মনে)

আগামীকাল, সূর্যোদয়ে …
কিন্তু এখনো সূর্যাস্ত হয়নি। এখনো
একটি রাত্রি আছে আমার। অন্ধকার, নক্ষত্রময়,
উজ্জ্বল, বিশাল এক রাত্রি।
যদি কিছু ভাবতে চাই তা ভাবার জন্য,
যদি দেখতে চাই কোনো অনুপস্থিত মুখশ্রী,
শুনতে চাই মনে-মনে কোনো কণ্ঠস্বর,
বলতে চাই কিছু কথা কোনো স্মৃতিকে—
তার জন্য এখনো একটি রাত্রি প'ড়ে আছে।

কৃষ্ণ

ক্ষত্রোচিত নয়
যুদ্ধের পূর্বক্ষণে এই স্মৃতিবিলাস।

কর্ণ

কৃষ্ণ, তুমি চেনো আমাকে।
শুধু তোমাকেই বলতে পারি, যা অন্য কাউকে বলা যায় না।

মাঝে-মাঝে এক ভ্রান্তি নামে আমার মনে,
এক সুস্বাদু সম্মোহন,
পতঙ্গের গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে,
পল্লবের মর্মরের সঙ্গে মিশে ·
তখন মনে হয় আমিও পারতাম
হয়তো আমিও সুখী হ'তে পারতাম —
অন্য কোথাও — যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে।

কৃষ্ণ

(সহাস্যে)

আমারও মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে
যুদ্ধ ছেড়ে, রাজনীতি ছেড়ে, রাখাল হ'য়ে বনে-বনে বাঁশি বাজাই।
শুনেছি, পরজন্মে তা-ই আমার ভাগ্যলিখন।

কর্ণ

ভাবতে ভালো লাগে
বাঁশির সুর, অপরাধহীন সকাল থেকে সন্ধ্যা,
দুপুরবেলায় বটের ছায়ায় তন্দ্রা।
— কিন্তু আমি তা চাই না,
আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।
আমার সার্থকতা চেষ্টায় — সংগ্রামে।

কৃষ্ণ

হলধর বলরামের সিদ্ধান্ত :
তিনি থাকবেন উদাসীন — রণস্থল থেকে দূরে,

প্রথম পার্থ

কলস্বরা সরস্বতীর তীরে,
তার স্থির কেন্দ্রে, তার শান্তির অন্তঃপুরে।

কর্ণ

ভাবতে ভালো লাগে
বৈরাগ্য, নির্জনতা — দ্বন্দ্বহীন, ছন্দোবদ্ধ দিন,
অন্তরীণ দিনের পরে দিন।
কিন্তু আমি জানি, আমার পথ ভিন্ন,
আমি অপ্রিয় দুঃসাধ্যের সাধক।

কৃষ্ণ

আমিও বলি, বলরামের দৃষ্টান্ত
অন্যদের অনুকরণযোগ্য নয়।
তিনি নিষ্ক্রিয় রইলেন ব'লে
কুরুক্ষেত্র কি প্লাবিত হবে না রক্তে?
কখনো কোনো রাখালের বাঁশির সুরে
কোনো অস্ত্রের গতি কি রুদ্ধ হয়েছে?
যার নিবারণ সম্ভব হ'লো না, তাতে অংশগ্রহণই কর্তব্য।
কর্ণ, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই —
কেননা সব বুঝেও, সব সত্ত্বেও,
কুন্তীর আবেদন, পাঞ্চালীর প্ররোচনা সত্ত্বেও
তোমার চরিত্র থেকে স্খলিত হওনি তুমি,
আছো তোমার নিজস্ব নিয়ে অবিকল।
— তবু : একটি প্রশ্ন আমার। এই আসন্ন যুদ্ধের
অর্থ কি তুমি ভেবে দেখেছো?

কর্ণ

এই যুদ্ধ
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।
সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।
আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,
আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।
আমি তাই স্বাগত জানাই
রক্তবর্ণ, ক্ষমাহীন, মুক্তিদাতা এই দেবতাকে।

কৃষ্ণ

তোমার উক্তিতে আমি শুনতে পেলাম
সত্যজাত ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠস্বর।
কিন্তু আমার মনে অন্য এক চিন্তা।

কর্ণ

মনে হচ্ছে তুমি উৎসাহিত নও যুদ্ধে?
উৎসাহিত নও
পাপীরা শাস্তি পাবে ব'লে, ধর্মের জয় হবে ব'লে?

কৃষ্ণ

চেয়ে দ্যাখো, কর্ণ, দৃষ্টিপাত করো চারদিকে।
মঙ্গল মাস অগ্রহায়ণ,
শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, ঋতু প্রসন্ন,
সুখস্পর্শ বায়ু, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা,
সোনালি ধানে সোনালি রোদ বিশ্রান্ত।

প্রথম পার্থ

বৃক্ষ ফলবান, জল স্বাদু, শস্যেরা পরিপুষ্ট,
ঘরে-ঘরে নবান্নভোজের আয়োজন।
কিন্তু অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে শস্য, ভস্মীভূত হবে গ্রাম,
সর্পবাণে বিষাক্ত হবে বায়ু,
বারুণাস্ত্রে আবিল হবে জল,
ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভের শিশু নিহত হবে।
--কর্ণ, এ-ই কি তোমার অভিপ্রেত?

কর্ণ

আমার অভিপ্রেত কিছু নেই। শুধু কর্তব্য আছে।

কৃষ্ণ

যুদ্ধ দুই পক্ষে, তার আর্তি সর্বজনীন।
কিন্তু এক পক্ষ অত্যন্ত বেশি প্রবল হ'লে
তা দীর্ঘায়িত হ'তে পারে না।
সবচেয়ে ভীষণ সেই যুদ্ধ, যেখানে দু-পক্ষেরই শক্তি প্রায় সমান
যেমন পাণ্ডবেরা, আর কর্ণসমেত কৌরব।

কর্ণ

(চমকে উঠে, তীব্র স্বরে)

অর্থাৎ, আমাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে হবে?
কুটিল, কপট, চতুর কৃষ্ণ,
তুমিও এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো?

প্রথম পার্থ

কৃষ্ণ

আমার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ।
কর্ণ, তুমি কি দেখছো না
কুরুবংশের এই গৃহবিবাদ
আজ বিস্তীর্ণ হ'লো পৃথিবীতে
চীন, যবন, বাহ্লিক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত ?
সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে
তেমনি সর্বদেশের সৈন্যদল মিলিত হ'লো
এই ব্রহ্মাবর্তে, কুরুক্ষেত্রে ?
আর তারপর—
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎস্যদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব,
চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই—
ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত।
এ-ই কি তুমি চাও, কর্ণ—
তুমি, দয়াবান, লোকেরা যাকে দাতা ব'লে জানে ?

কর্ণ

(তীব্র স্বরে)

আমি চাই—বা না চাই—কী এসে যায় ?
এই ধ্বংসের জন্য দায়িত্ব কি আমার ?
আমি কি কোনো মিত্র খুঁজেছি ? সংগ্রহ করেছি সৈন্যসামন্ত ?
আমি কি তোমার প্রার্থী হ'য়ে দ্বারকায় গিয়েছিলাম ?
মন্ত্রণাসভায় আমি ছিলাম না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি—
বা যদি নিয়ে থাকি, তা একান্তভাবে আমারই জন্য।
অন্য কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

কৃষ্ণ

আছে, কর্ণ।

অনেকের ভাগ্য জড়িত আজ তোমার সঙ্গে।
কেননা পান্ডবপক্ষে তুমি যুক্ত হ'লে
পলকপাতে মীমাংসা হবে যুদ্ধের, আর দুর্যোধন
জয় অসম্ভব বুঝে নিজেই চাইবে সন্ধি।
—তা-ই করো, কর্ণ, তা-ই করো। ক্ষণস্থায়ী করো যুদ্ধকে।
ত্বরান্বিত করো শান্তি।

কর্ণ

পারি না, কৃষ্ণ, জয়ী পক্ষে যোগ দিতে আমি পারি না।
তুমি তো জানো,
পরাজয় আমার চিরকালের সঙ্গী, আর পরাজয়ের স্বাদ তীব্র
পান্ডবেরা বনবাসেও জয়ী : কুন্তী তাঁদের মাতা।
পান্ডবেরা নিঃস্ব হ'য়েও জয়ী : পাঞ্চালী তাঁদের সাম্রাজ্য।
কিন্তু জয়ীরা তাঁদের প্রাক্তন জয় ভুলে যান, বা লজ্জিত হন
তার তুচ্ছতা ভেবে, কালক্রমে। পরাজয় কেউ ভোলে না।
তিক্ত সেই উন্মাদনা, বিস্মৃতিহীন চিত্তদাহ,
তৃপ্তি নেই, এখনো আমার তৃপ্তি নেই।

কৃষ্ণ

কর্ণ, আমি জানি তুমি নির্লোভ, তুমি ত্যাগী।
পৃথিবীর প্রভুত্ব তুমি ফিরিয়ে দিলে,
উপেক্ষা করলে উজ্জ্বল বংশপরিচয়।
আর তাই বলি—
কুন্তী তোমার জননী ব'লে নয়,

প্রথম পার্থ

কোনো জাতিত্ববোধের অন্ধ নির্দেশে নয়,
কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য, নিখিলের দুঃখলাঘবের জন্য
তুমি কি আজ নম্র হ'তে পারো না,
পারো না তোমার স্বরক্ত-শাখায় ফিরে যেতে,
ভুলতে পারো না তোমার আত্মাভিমান?

কর্ণ

আত্মাভিমান ছাড়া আর কী আছে আমার?

কৃষ্ণ

অসংখ্যের দুঃখ বা সুখ : তাও বিবেচ্য নয়?

কর্ণ

আমি প্রার্থনা করি সুখ, আয়ু, শান্তি — অসংখ্যের জন্য।

কৃষ্ণ

কিন্তু ইচ্ছুক নও তার সম্পাদনায়?

কর্ণ

আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব — আমার ব্যক্তিগত।

কৃষ্ণ

কার সঙ্গে? কিসের জন্য? কোন আকর্ষণে?

কর্ণ

আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ — আর-কিছু নয়।

কৃষ্ণ

এখনো চাও? অর্জুনকে ভাই ব'লে জেনেও।

কর্ণ

সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।

কৃষ্ণ

কিন্তু যেখানে হত ও হন্তা
একই গর্ভের সন্তান — সেখানে রক্তে জাগে না বিদ্রোহ?

কর্ণ

বিদ্রোহ — না উল্লাস?
কেউ জানে না, কৃষ্ণ, আমি ছাড়া কেউ জানে না
কাকে বলে রক্তের টান, সোদরসম্বন্ধ।
বহুকাল ধ'রে, বহুকাল ধ'রে
অন্ধভাবে, অজ্ঞানভাবে আমি চেয়েছি
স্পর্শ করতে, আলিঙ্গনে জড়াতে
কুন্তীর স্তনে পুষ্ট, পাঞ্চালীর চুম্বনে উৎফুল্ল
অর্জুনকে।

কৃষ্ণ

আমি দেখছি তোমার হৃদয় দ্বিখণ্ডিত:
এক অংশ চায় ভালোবাসতে, অন্য অংশ শত্রুতার বন্ধমূল।

কর্ণ

শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?
প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!
ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।
ছিন্ন ত্বক
দীর্ণ মাংস
শোণিতস্রাব
স্বেদ, কম্পন, মূর্ছা, যন্ত্রণা, আনন্দ —
হত্যার তুরীয়ানন্দে মিলন।
আমার বন্দী বাসনা মুক্ত,
আমার রুদ্ধ আবেগ তৃপ্ত,
আমার নিভৃত স্বপ্ন সফল —
আর তারপর
সমাপ্তি — শান্তি — নির্বাপণ
হয় অর্জুনের, নয় কর্ণের।

কৃষ্ণ

(শান্তভাবে)

অর্জুনের নয় — কর্ণের।

কর্ণ

কে জানে। অর্জুন আর কর্ণ যখন প্রতিদ্বন্দ্বী,
কে বলতে পারে ফলাফল?

প্রথম পার্থ

কৃষ্ণ

তুমি কি অর্জুনের
সারথিকে বিস্মৃত হ'লে?

কর্ণ

(শান্তভাবে)

তুমি কি বিস্মৃত হ'লে
তোমার প্রতিজ্ঞা — কখনো অস্ত্র হাতে নেবে না?

কৃষ্ণ

আমি যোদ্ধা নই, কর্ণ, আমি ঘটকমাত্র —
আমি কখনো মেলাই, কখনো ছাড়াই, কিন্তু নিজে থাকি
সর্বদা বাইরে।
দুই পার্থের দ্বন্দ্বযুদ্ধেও
আমার ভূমিকা হবে দর্শকের।
কিন্তু যেহেতু তোমরা দু-জনে বলে বীর্যে সমকক্ষ,
সমান দক্ষ অস্ত্রচালনায়;
যেহেতু তোমাদের মধ্যে
সম্ভব নয় একের হাতে অন্যের পরাভব —
আমাকে তাই
বিনা স্পর্শে, অতি মৃদু হাতে
খসিয়ে দিতে হবে গ্রন্থি,
এগিয়ে আনতে হবে সমাপন।
আমি করবো কী, জানো —
মায়াবলে ডুবিয়ে দেবো তোমার রথের চাকা

মাটিতে। ভুলিয়ে দেবো তোমাকে সেই দিব্যাস্ত্রের নাম,
যা পরশুরাম তোমাকে দিয়েছিলেন।
আর তারপর
তুমি যখন রথের চাকা টেনে তোলার চেষ্টায়
ঘর্মাক্ত, উদ্বিগ্ন, ধনুর্বাণহীন,
আমি তখন বলবো, 'অর্জুন,
দ্বিধা কোরো না!
এ-ই তোমার সুযোগ! সংহার করো শত্রুকে!'
ক্ষিপ্র হবে অর্জুনের উত্তর :
বজ্রতুল্য অঞ্জলিক বাণের আঘাতে
তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
ঊর্ধ্বাকাশে, সূর্যমণ্ডলে।

কর্ণ

(হঠাৎ কেঁপে উঠে)

তুমি এ-ই করবে?

কৃষ্ণ

আমার চোখে পলক পড়বে না।

কর্ণ

তুমি লজ্জা পাবে না
মিথ্যাচারে— প্রতারণায়?

কৃষ্ণ

আমি তোমাকে অগ্রিম সব জানিয়ে দিলাম—
এর নাম মিথ্যাচার?

কর্ণ

অর্জুন লজ্জা পাবেন না
অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হ'তে?

কৃষ্ণ

সব যুদ্ধই অন্যায়।
সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা। কিন্তু তুমি আর অর্জুন—
সমতুল্য-অতুলনীয় দুই বীর—
অসম্ভব নয়
তোমাদের যুদ্ধে অন্য এক ভীষণতর সমাপ্তি—
অকথ্য--প্রায় অকল্পনীয়--
দুই ভ্রাতার
দুই পার্থের
একই গর্ভে সঞ্জাত দুই পুরুষের
পরস্পরের হাতে সংহার, একই মাতৃশোণিতে নিমজ্জন—
যুগপৎ মৃত্যু, দ্বিগুণিত হত্যা!
সেই আতঙ্কময় পরিণাম খণ্ডনের জন্য—
অনিচ্ছা কাটিয়ে, প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও—
আমাকে সংকটকালে হ'তেই হবে সক্রিয়।

কর্ণ

(তীব্র স্বরে)

সত্যভঙ্গ ক'রে সক্রিয়,
ধর্মের বিরুদ্ধে, কর্ণের বিরুদ্ধে—

শুধু এইজন্য,
আশ্রিত অর্জুন যাতে বিনষ্ট না হন।
আর এই কৃষ্ণকে
কেউ কেউ ব'লে থাকে মহাত্মা!

কৃষ্ণ

(শান্ত স্বরে)

ধৈর্যহীন বিচার কোরো না, বন্ধু,
আমার কথা শেষ পর্যন্ত শোনো।
অর্জুন অন্যের আশ্রিত হতে পারেন, কিন্তু তুমি আজ নির্বাচিত।
আমি রচনা করেছি তোমার জন্য এক উপহার--
তোমারই মতো বীরের যা যোগ্য,
আর যার যোগ্য তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই --
শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সর্বশেষ সাফল্য,
এক অন্তিম ও অন্তহীন অভিনন্দন,
এক মৃত্যু, যাতে আহত হবে সর্বযুগ,
এক অমরতা, দিনে-দিনে উজ্জ্বলতর।
--কিন্তু তুমি যদি গ্রহণ করতে না চাও, তবে বলো!

(ক্ষণকাল পরে)

কর্ণ, তুমি কি ভেবে দেখবে আর-একবার?

কর্ণ

আমি বহু দূর এগিয়ে এসেছি, কৃষ্ণ। আর ফিরতে পারি না।

কৃষ্ণ

কেউ ফিরতে পারে না।
অর্জুন—তুমি—অন্য সব যোদ্ধারা—কেউ না।
সকলেই বাধ্য। আমিও তা-ই।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।]

কৃষ্ণ

সূর্যাস্তের বিলম্ব নেই। বিদায়ের সময় হ'লো, কর্ণ।

কর্ণ

কৃষ্ণ, আমার ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি ক্ষমা কোরো।

(উন্মনভাবে)

জানি, আমিও জানি,
সব এক অলক্ষ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে-ডালে পক্ক হ'য়ে ফ'লে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র পরিণাম,
অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু।
—কৃষ্ণ, আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমি :
সম্ভব নয় অর্জুনের হাতে আমার পরাভব।

আর সেইসঙ্গে
এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে।
আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী,
নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে,
হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—তুমি!—অর্জুনের প্রচ্ছদে।
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত,
আমার সব বাসনার তৃপ্তি,
আমার সব স্বপ্নের সফলতা—
তা আমাকে উপহার দেবে—অর্জুন নয়—তুমি—
তুমি, কৃষ্ণ, যাকে কেউ-কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ—বিশ্বম্ভর!
আমি সম্মত, আমি আনন্দিত, আমার পরাজয়ে আমি ধন্য।

কৃষ্ণ

এ-যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ—
জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত—সকলেই।

কর্ণ

(ঈষৎ হেসে)

মহাজ্ঞানী, আমার শেষ নমস্কার তোমারই জন্য।
এসো, আলিঙ্গন দাও।

(আলিঙ্গন ক'রে)

আবার রণস্থলে দেখা হবে। তারপর হয়তো পরজন্মে—
না—যদি কখনো কোনো সুকৃতি আমি ক'রে থাকি,
যদি কখনো ভেবে থাকো আমি তোমার স্নেহের যোগ্য,

প্রথম পার্থ

তবে আশীর্বাদ করো, আর যেন ফিরে না আসি।
এই একবার — এ-ই আমার যথেষ্ট।

কৃষ্ণ

তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে — চিরকাল —
এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর।

[কৃষ্ণের প্রস্থান। কর্ণ অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন।
দুই বৃদ্ধ উদ্‌ঘাটিত।]

প্রথম বৃদ্ধ

কর্ণ বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও।
তাই আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধ, কাল সূর্যোদয়ে।
— মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিলে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কেউ-কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব মৃত্যুর মূল্যেও।
মানি, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি —
তাদেরই জন্য মানব-বংশ প্রবহমান।

যবনিকা